৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৬ এর পাতায়

মাসান্তিক

৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র – ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২ ঃ ৩০ আগষ্ট – ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 43, 30 August - 05 September, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সুপ্রীম কোর্টে ওবিসি মামলার জট খুলতেই ফল বেরোলো

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার। তবে কৃতিদের বেশিরভাগই বেসরকারি স্কুলের। প্রথম ১০ জনের ৭ জনই সিবিএসই বোর্ডের। প্রশ্ন উঠছে সরকারি রাজ্য বোর্ডের মান নিয়ে।

রবিবার : জাতীয় মহাকাশ দিবসে ভার্চুয়াল ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী জানান ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশন হতে চলেছে। তিনি আরও জানান বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমে খুব শীঘ্রই গগনযান মহাকাশে উঠবে এবং ভারতের মহাকাশ স্টেশন স্থাপিত হবে।

সোমবার : স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য ঝাড়খন্ড সরকারের জমি

অধিগ্রহণের প্রতিবাদে আদিবাসী সংগঠনগুলির বিক্ষোভ ঠেকাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা চম্পাই সোরেণকে গৃহবন্দী করে রাখা হয় বলে জানান ঝাড়খন্ডের রাঁচির ডেপুটি পুলিশ সুপার কে ভি রমণ।

মঙ্গলবার : মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা নিয়োগ

দুর্নীতি মামলায় সিবিআইএর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জামিন পান ১১ মাস পর। এবার তিনি নালায় ঝাঁপ মেরে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন ইডির হাতে। এবারেও নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেন দুটি মোবাইল।

বুধবার : বৈষ্ণদেবী মন্দিরে যাওয়ার পথে ভয়াবহ ভূমি ধসে মৃত্যু

হল ৫ পুণ্যর্থীর। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। লাগাতার বর্ষণে বিপর্যস্ত জম্মু–কাশ্মীর। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বৈষ্ণদেবী যাত্রা। উদ্ধারে নেমেছে সেনা।

বৃহস্পতিবার: ভারতকে শুল্ক ধাক্কার পর আমেরিকায় কর্মরত

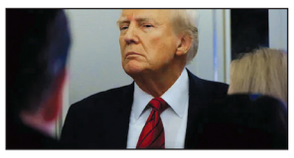

ভারতীয়দের এবার ধাক্কা দিতে চলেছেন ট্রাম্প। এমনই ইঙ্গিত দিলেন আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটকিন। তিনি জানান চাকরিতে আমেরিকানদের অগ্রাধিকার দিতে বদলে ফেলা হবে এইচ–১বি ভিসা ও গ্রীন কার্ড ব্যবস্থা।

শুক্রবার: ২০১৬ সালের শিক্ষা নিয়োগ পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া

অযোগ্যদের নিয়ে এসএসসি ও রাজ্য সরকারের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললো সুপ্রীম কোর্ট। বিরক্তির সুরে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে একজন অযোগ্যও যদি নতুন পরীক্ষায় বসে তাহলে ফল ভুগতে হবে সরকারকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভারতের রাজনৈতিক নেতারা প্রমাণ করছেন

ভোটই গণতন্ত্রের প্রধান উপকরণ

ওঙ্কার মিত্র

গত ২ মাস ধরে ভারতে যা চলছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এত নির্লজ্জ ভোট রাজনীতি সম্ভবত এর আগে দেখেনি ভারতবর্ষ। বছর খানেক হতে চলল বাংলাদেশ সীমান্তে বাণিজ্য বন্ধ, বহু মানুষ কাজ হারিয়ে ঘোর সংকটে। পাহেলগাঁও কাণ্ডের পর পাকিস্তান সীমান্তেও বাণিজ্যেরও একই অবস্থা। সারা ভারত জুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন ভারতবাসী। পর্যটন শিল্পে ধস নেমেছে। তার উপর আমেরিকার শুল্ক ঝড়ের দাপটে ভারতের শিল্প–বাণিজ্য টালমাটাল। খেটে খাওয়া মানুষ রুটি–রুজি হারাবার ভয়ে দিশাহারা। অথচ দিনের পর দিন সংসদ অচল। মানুষের সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। শাসক থেকে বিরোধী সকলেই মেতে ভোটের রাজনীতিতে। নেতারা শাসক রাজ্যে রাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ভোটের ঢাক বাজাচ্ছে, আর বিরোধীরা মেতে রয়েছে ভোটার তালিকা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী বাজার সামলাতে বিদেশ ছুটছেন, আর বিরোধী দলনেতা ভোট চোর ভোট চোর করে মিছিল করছেন। কাউকে ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে, কাউকে ক্ষমতায় আসতে হবে। তাই তারা বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ দেশে ভোট ছাড়া গতি নেই। তাঁরা জানেন দশ বছরে মানুষ দুচারবার ভোট দেবে। দিলে বা না দিলেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তবু মানুষের বিপদে না থেকে মানুষের ভোটই তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার।

এমন দৃশ্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সত্যিই বিরল। আগে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছুটে যেতেন নেতারা। মাঠে নেমে কাজ করতেও দেখা গেছে অনেককে। সারা দেশে এই মুহূর্তে চলছে অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ধস, আগুন লেগেছে নিত্য প্রয়োজনের বাজারে। ব্যবসা বাণিজ্য আশঙ্কার মুখে। দুর্নীতির শিকার মানুষের কাজ, দেশের সম্পদ। এসময় শাসক–বিরোধী একসঙ্গে বসে প্রাকৃতিক ও ট্রাম্প বিপর্যয়ের মুখে কাজ করবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু তা হল না। বিরোধীরা পড়ে রইলেন নির্বাচন কমিশনের পিছনে। সুবিধা হয়ে গেল শাসকের। সাধারণের সমস্যা নিয়ে আর কৈফিয়ত দিতে হল না। এও এক গোপন আতাত নয় তো? তা না হলে বাংলায় যখন কয়লা চুরি, বালি চুরি, চাকরি চুরি চলছে তখন কংগ্রেসের নেতারা বিহারে গিয়ে ভোট চুরি নিয়ে সোচ্চার কেন?

ভারতীয় রাজনীতির নতুন ট্রেন্ড, মানুষের বিপদ দেখলেই কেটে পড়। যেখানে ক্ষমতার গন্ধ সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়। এতেই ফায়দা বেশি।

এই ফায়দা তুলতেই এখন ব্যস্ত বর্তমান ভারতের কর্ণধাররা। যে উৎসাহে তাঁরা ভোট কুঁড়োতে নেমে পড়েছেন তাতে প্রমাণ করেই ছাড়বেন ভোট আগে, বাকি সব পরে। কথায় আছে দেশ কোনদিকে চলবে তা শাসক নয়, ঠিক করে বিরোধীরা। কিন্তু ভারতের বিরোধীরা নিজেরাই ভুগছে ইস্যু সংকটে। আগে ছিল জাত গণনা। বিজেপি তা মেনে নেওয়ায় আশ্রয় করতে হয়েছিল সংবিধানের বিপদকে। তাও এখন অতি ব্যবহারে এখন জোলো। ভাগ্যিস নির্বাচন কমিশন বিহারে এসআইআর করেছিল। ভেসে থেকে মুখ দেখাবার এত বড় সুযোগ কেউ ছাড়ে। চুলোয় যাক জনগণ। ভোটার তালিকাই বাঁচাতে পারে আগামী নির্বাচনে। বাংলায় তো আবার বাংলা বাঙালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়া চলছে। জানতে ইচ্ছা করে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের মত করে যা ভাবেন ভারতের জনগন কি অন্ধের মত সেদিকে চলে। প্রমাণ করবে আগামী বেশ কয়েকটি নির্বাচন।

ওয়েবসাইটে অযোগ্য তালিকা

হতে চলেছে শাঁখের করাত!

কুনাল মালিক

২৮ আগষ্ট সুপ্রিম কোর্টের ২ বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা এবং সঞ্জীব কুমারের বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এসএসসিকে আবার নতুন করে ৭ দিনের মধ্যে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে আদেশ দিল। পরীক্ষা যথারীতি

৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ দেখে অনেকেই এখন বলছে এ যেন বিড়ালকে মাছ পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হল। কারণ এতদিন ধরে যে মামলা চললো কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেখানে বার বার সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্ট এসএসসিকে বলেছে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করতে বা প্রকাশ করতে এতদিন যখন পারল না তখন আবার নতুন করে এসএসসিকেই কেন দায়িত্ব দেওয়া? যদি সেই অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয় তাহলে তো যোগ্য প্রার্থীরাও পরিষ্কার হয়ে যাবে তাদের তো তাহলে চাকরি যেত না। তাহলে নতুন করে ২৬ হাজার শিক্ষক অশিক্ষক যে কর্মচারী চাকরি বাতিল হয়ে গিয়েছে, সেটা বাতিলও হত না।

এরপর পাঁচের পাতায়

মিডডেমিলে পচা মাংস ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙড়

দুই বর্ধমানে একাধিক স্কুল বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষকরা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা হয় জাতির ভবিষ্যৎ। তবে, এই জাতির ভবিষ্যৎ যদি শুরুতেই পদে পদে ঠোক্কর খেতে থাকে তাহলে তো দেশটাই বিপন্ন হবে। দেশকে এই বিপন্নতার কবল থেকে রক্ষা করতে প্রথমেই প্রয়োজন সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে

ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা। কিন্তু, এক্ষেত্রে বহু জায়গায় কথায় আর কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার ফলে স্কুলে স্কুলে নানাবিধ সংকট ক্রমবর্ধমান। এই সংকটের মধ্যে পড়ে রাজ্যের অসংখ্য স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সহ পঠনপাঠনের ধারা বিঘ্নিত হচ্ছে। সম্প্রতি দুই বর্ধমান জেলায় একাধিক স্কুলের নামও এই তালিকায় উঠে আসায় একাধিক মহল বিস্মিত। ২৮ আগস্ট কলকাতায় মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষ্যে যখন নেতানেত্রীরা গালভরা বক্তৃতায় মেতে রয়েছেন তখন সেখান থেকে মাত্র ১৫০ কিমি দূরে পূর্ব বর্ধমান জেলার এক প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস চলাকালীনই ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল। এর একদিন আগে পশ্চিম বর্ধমান জেলার এক প্রাইমারি স্কুলে মিডডে মিলে পচা মাংস খেয়ে অসংখ্য পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের এক প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়াদের পঠনপাঠন শিকেয় তুলে দিয়ে তাদের মিডডে মিলের বাজার করতে নিয়মিত পাঠানো হত। এই বেনিয়মের তালিকায় আরও অনেক স্কুল রয়েছে। কোথাও মিডডে মিল রান্না নিয়ে জাতপাতের ছুঁৎমার্গ, কোথাও পানীয়জল ও শৌচাগারের সমস্যা। কোথাও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই তো কোথাও সেই তুলনায় পর্যাপ্ত পড়ুয়ার অভাব। এককথায়, শিক্ষাব্যবস্থা ঘোরতর সংকটে বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্য সমবায় ব্যাংকে আজও চলছে বাম আমলের দাদাগিরি : অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ চলে। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক। এই ব্যাংকে বামপন্থী সরকারি কর্মচারী সংগঠনের দুজন পোর্টফলিও হোল্ডার অভিক ভট্টাচার্য্য স্পেশাল অফিসার বা চেয়ারম্যান এর ভূমিকায় রয়েছেন। তিনি আবার বামপন্থী সরকারি কর্মচারী সংগঠনের চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে রয়েছেন সুজন সরকার যিনি আবার বামপন্থী সরকারী কর্মচারী সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি। এই দুজনের অত্যাচারে নাকি রাজ্য সমবায় ব্যাংকে আইএনটিটিইউসি সমর্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের ঘরের সংগঠন 'পার্মানেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন'–এর সদস্যরা খুব সমস্যায় পড়েছে। কেবলমাত্র সরকারপক্ষের সংগঠন করার জন্য এনারা দায়িত্ব নিয়ে সব ক্ষেত্রেই বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনদের সহযোগিতায় এবং নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে ব্যাংকে নানা অনিয়ম কায়েম করে চলেছেন। সম্প্রতি গোল বেধেছে ট্রান্সফার পোস্টিং এবং প্রমোশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। ২০০৭ সালের প্রমোশন সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা ছিল, যেখানে তখন ব্যাংকে সিবিএস ছিল না সেই মান্ধাতা আমলের প্রমোশন পলিসি নিয়েই বামপন্থী সংগঠনের মেম্বারদের কিভাবে সুবিধা হবে তার উপর ভিত্তি করে যেন তেন প্রকারেণ অতি দ্রুত প্রমোশনের প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইছে। অপরদিকে, দূরবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘদিন একই জায়গায় থাকা কর্মচারীদের ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে এই আধিকারিকদের একাংশের ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা যা ব্যাংকের অন্দরমহলে কান পাতলেই সবার মুখে মুখে ঘুরছে। এ বিষয়ে তৃণমূল কর্মচারী সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় দত্তকে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন, আমরা একাধিকবার এরকম ইস্যুতে আন্দোলন করেছি, দপ্তরে চিঠি দিয়েছি এবং নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু বিষয়টি এমন জায়গায় চলে গিয়েছে ব্যাংকও কর্মচারী স্বার্থে সরকার পক্ষের সংগঠন করা সত্ত্বেও জোর আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই, কেন না আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ কর্মচারীদের উপর যে কোন অন্যায় অত্যাচারের ক্ষেত্রে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি সমবায় মন্ত্রীকে লিখিত ভাবে জানিয়েছি। এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেও জানানো হয়েছে। ওনারা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা দেখে আমরা পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করবো। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুজন সরকারের মতামত জানার জন্য বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ফোনে যোগাযোগ করলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

আমাদের পাড়াতেও সমাধান হল না রাস্তার

কল্যাণ রায়চৌধুরী, বাগদা : উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের অন্তর্গত বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি বুথ। ভোটারদের উপস্থিতিতে বাগদা এফপি স্কুলে অনুষ্ঠিত হল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের সুফল পেতে আশায় বুক বেঁধে এসেছিলেন গ্রামবাসীরা। নিয়ম অনুযায়ী সভায় বিডিও অফিসের আধিকারিকের উপস্থিত থেকে মানুষের দাবি দাওয়া ল্যাপটপে নথিভুক্ত করার কথা থাকলেও, দেখা গেল না কোনও সরকারি আধিকারিক বা কোনও প্রযুক্তির সুবিধা। বরং তৃণমূল কংগ্রেসের

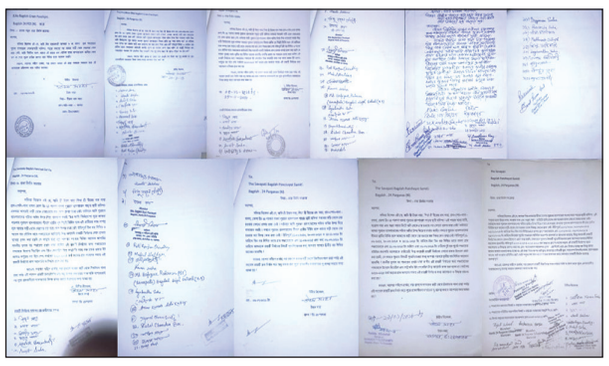

কয়েক জন জনপ্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন এবং পঞ্চায়েত প্রধান ও এক শিক্ষক নেতা নিজ উদ্যোগে দাবিগুলি লিখে নেন।

সভার দাবিপত্রে বিশেষভাবে উঠে আসে ৭৭ নং পার্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তার সংস্কারের প্রসঙ্গ। ৭টি দাবির মধ্যে এটি রাখা হয় ৬ নম্বরে। অথচ এই রাস্তা সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীরা টানা ১৩ বছর ধরে লিখিত ভাবে আবেদন করে আসছেন। কখনও গ্রাম পঞ্চায়েত, কখনও পঞ্চায়েত সমিতি, কখনও বিডিও অফিসে। ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত একাধিক তারিখে আবেদন পত্র জমা পড়লেও কাজ শুরু হয়নি। সর্বশেষ, গত ৫ জুন পঞ্চায়েত প্রধানকে এবং ২৫ আগষ্ট ২০২৫ তারিখে স্থানীয় বিধায়ককে জানানো হলেও আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

পর্যটন কেন্দ্রে প্লাস্টিক দূষণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবনের কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রে যততত্র প্লাস্টিক থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে। সারা বছর ধরে পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কুলতলির কৈখালিতে আসেন। এখানকার একাধিক ঘাট থেকে নৌকা ও লঞ্চ করে

কৈখালি

সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেন পর্যটকেরা। এখানে আছে রামকৃষ্ণ আশ্রম। সাজানো গোছানো রং বাহারি ফুলের বাগান, মন্দির ও একাধিক প্রশিক্ষণ খামার। যা পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। রাত্রি যাপনের জন্য আছে একাধিক রাত্রি নিবাস। সরকার ও বেসরকারি একাধিক গেস্ট হাউস। এখানে আছে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, কমিউনিটি টয়লেট। সময় কাটানোর জন্য রয়েছে বিভিন্ন মনোরম স্থান। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর মত দারুণ পরিবেশ এখানে আছে। সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন তো লেগেই আছে। ফলে দিনের পর দিন এখানে পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু ভাবিয়ে তুলছে দূষণ।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাঁচামালের জোগান কমলেও শোলাসাজের চাহিদা তুঙ্গে

দেবাশিস রায়

দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপুজো। এইমুহূর্তে চারিদিকে ব্যস্ততা তুঙ্গে। সেইসঙ্গে এবারে শোলাশিল্পীদেরও ঘুম ছুটেছে। বিগত বছরগুলির তুলনায় এবারে সর্বত্র প্রতিমা অলংকরণে শোলাসাজের দিকে ঝুঁকছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ফলে, শোলাশিল্পীদের কাজকর্ম একলাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু, এই চাহিদা বৃদ্ধিতেও শোলাশিল্পীদের কপালে যে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ। প্রতিমার সাজসজ্জা তৈরি তথা অলংকরণের জন্য যেধরনের উৎকৃষ্টমানের শোলার প্রয়োজন হয় তার জোগান বেশ কম। এই জোগান কমের পিছনে অন্যতম কারণ পুলিশি জুলুমবাজি।

মিডলম্যানরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত শোলা গাড়িভরতি করে নিয়ে শিল্পীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে গেলে রাস্তায় একাধিক জায়গায় পুলিশকে মোটা টাকা তোলা দিতে হচ্ছে। যেকারণে লাভের অঙ্ক তলানিতে ঠেকায় মিডলম্যানদের অনেকেই শোলা সরবরাহ করতে চাইছেন না। পাশাপাশি একাজে দক্ষ সহকারী শিল্পীরও সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমে আসার কারণেও পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়েছে। এতসব সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পরেও শোলাশিল্পীরা কীভাবে যে পুজো উদ্যোক্তাদের মান রাখবেন তারই দিশা খুঁজে খুঁজে হয়রান। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, এরাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে শোলাগাছ

জন্মায়। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম, ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় শোলা উৎপাদিত হয়। তবে, ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নদিয়া জেলার গেদে, মাজদিয়া, বানপুর প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকার জলাভূমিতে স্বাভাবিকভাবে যেরকমের শোলাগাছ জন্মায় তার কদরই আলাদা।

জাতশিল্পীরা এই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট শোলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। তবে, বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের মতো অনেক জায়গায় জলাশয়ে শোলাগাছের চাষ (শিল্পীদের ভাষায় কালচার করা) হচ্ছে এবং শিল্পীরাও সাজসজ্জা তৈরির কাজে এই শোলা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। বর্তমানে দিকে দিকে পরিবেশ সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় থার্মোকলের ব্যবহার অনেকাংশে কমছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহ সাজসজ্জায় থার্মোকলের বহুল ব্যবহার থাকলেও কোনওভাবেই পরিবেশ বান্ধব উপকরণ নয়। ফলে সরকারিভাবে ধীরে ধীরে থার্মোকল ব্যবহারে লাগাম টানা হচ্ছে; পরিবর্তে শোলার উপকরণের প্রতি নানাভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যেকারণে কালচার করা শোলার জোগান শিল্পীদের সারাবছর অন্যতম বড়ো ভরসা। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের বনকাপাশি জনপদের শোলাশিল্পের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। এখানে শোলাশিল্পের ওপর নির্ভরশীল শত শত পরিবার। এখান থেকেই ৩ জন শোলাশিল্পী রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং বিদেশের মাটিতে গিয়েও দেশের শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে জাতিকে গর্বিত করেছেন। বনকাপাশির জগদ্বিখ্যাত শোলাশিল্পী আশিস মালাকার তাঁর বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে তিলেতিলে গড়ে তুলছেন পুত্র অভিজিৎ মালাকারকে। ফলস্বরূপ তরুণ এই শিল্পীর কাজও ইতিমধ্যেই গুনমুগ্ধদের নজর কেড়েছে এবং ২০২১ সালে রাজ্য পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন অভিজিৎ মালাকার। শোলাশিল্পীদের একাংশের দাবি, মিডলম্যানদের ওপর পুলিশি জুলুমবাজি বন্ধ হোক এবং সারাটা বছর ন্যায্যমূল্যে পর্যাপ্ত শোলার জোগান অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ করুক। তাহলে শোলা শিল্পের আরও উন্নতি হবে বলে শিল্পীরা আশাপ্রকাশ করেন।

কাজের খবর

অর্থনীতি

৫০ % শুল্ক সাইক্লোন

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাতে আমরা বলেছিলাম দ্রব্যে। গতদিন এই খবরে বাজার ১% পতন হয়েছে এবং আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখন গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে শেয়ার বাজার বন্ধ এবং গিফট নিফটি প্রায় ১০০ পয়েন্ট নিচে ট্রেডিং করছে। বৈদেশিক

বাজার উপরের দিকে ২৫৫০০ থেকে শুরু করে নিচের দিকে ২৪৫০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আমরা আরো বলেছিলাম বাজার সতর্ক। এই সময়ের মধ্যেই আমেরিকার সাইক্লোন ৫০% ট্যারিফ ভারতীয় বাজারে আছড়ে পড়েছে। এর ফলে টেক্সটাইল সহ, জুয়েলারি, কেমিক্যাল, অটো ও অটো সহায়ক শিল্পের মধ্যে পড়েছে। তবে সাময়িকভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছে মেডিসিন শিল্প ও ইলেকট্রনিক্স বিনিয়োগকারীরা প্রচুর পরিমাণে সেল পজিশন নিয়ে রেখেছে। এরকম অবস্থায় আগামী সপ্তাহে বাজার নিচের দিকে ২৪০০০ থেকে শুরু করে ২৪২০০ পর্যন্ত সাপোর্ট রয়েছে এবং উপরের দিকে ২৫০০০ থেকে ২৫২০০ পর্যন্ত বড় রেজিস্ট্যান্স রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ভারত সরকার কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই ঠিক করবে আগামীদিনে বাজারের গতি কি হবে।

কর কাঠামোয় আরো সরলীকরণ প্রয়োজন

প্রীতম দাস: শুরু হচ্ছে নতুন কর কাঠামো, বদলাচ্ছে কর আইন। ২০২৬ এর এপ্রিল মাস থেকে এই নতুন কর আইনের আওতায় চলে আসবে করদাতারা। এ বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই পড়েছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের মধ্যে। সেই নিয়েই কলকাতায় হয়ে গেল এক আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং উকিলেরা। সহজভাবে নতুন কর কাঠামো বুঝতে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করবার জন্যই এই সম্মেলন। সম্মেলনের নির্যাস তুলে ধরা হবে সরকারের কাছে। যাতে নতুন কর আইন আরো সহজ করা যায় মতামতের প্রেক্ষিতে। এদিন বিচারক আশ্বিনি তনিযা বলেন, সমগ্র মানুষকে নিজেদের ভাবনা বদলাতে হবে। তবে আমরা কোন অসাধু কাজ না করে কর ফাঁকি দেব না। তিনি তাঁর কথায় আধ্যাত্মিক চেতনাকেও গড়ে তোলবার কথা

বলেন যাতে যারা কর দিচ্ছে এবং যারা কর পর্যালোচনা করে কর আদায় সহযোগিতা করছেন তারাও অসাধু কাজ করতে না পারে।

সংগঠনের তরফ থেকে বর্ষিয়ান সদস্য নারায়ণ জৈন বলেন, প্রায় ৫০০০ বার কাঁটাছেড়ার পর কর আইন ২০২৫ আসছে যা কার্যকর হবে এপ্রিল ২০২৬ থেকে। এই কাটা ছেড়ার ফলে আইন আরো শক্তিশালী হয়েছে। তবে প্রত্যেকবারই বলা হয় সরলীকরণ হওয়ার কথা কিন্তু মনে হয় আরও যেন কঠিন হয়ে উঠছে। যদিও আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মতামত কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকে ইতিমধ্যে প্রদান করেছি। আশা করা যায়, সেই বিষয়ে তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং সহজ কর কাঠামো উপহার দেবেনঅ্যাএছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি বরখা আগারওয়াল সহ অন্যান্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা।

শেয়ার বাজারে সুশাসনের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ২৬ আগস্ট শেয়ার বাজারে সুশাসন উন্নয়নে সেবির পদক্ষেপ বিষয়ে ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের আজীবন সদস্য কমলেশ চন্দ্রর ভার্সনের সঙ্গে এক বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করে। ভাষণ তিনি বলেন, 'পুঁজিবাজার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে কারণ আইপিওর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। গত বছরে প্রায় ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা আইপিওর মাধ্যমে সংগ্রহ হয়েছে এবং চলতি বছরও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হবে। গত বছরে, সেবি গড়ে প্রতি মাসে ১৬টি আইপিও আবেদন পেয়েছে এবং প্রতি মাসে ১৩টি আইপিও প্রক্রিয়াকরণ করেছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সেবি ২১টি আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করেছে এবং আগস্ট মাসে ৩৫-৪০টি আইপিও আবেদন পেয়েছে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ৩১ আগস্টের মধ্যে সব আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। শ্রী ভার্সনে জানান, ২০২১ সালের মার্চে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের শেয়ারহোল্ডিং যেখানে ছিল ২১.৪%, তা ২০২৫ সালের মার্চে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৫%-এ। অন্যদিকে, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অংশীদারিত্ব ২১.৫% থেকে কমে ১৭.৫%-এ নেমেছে। তিনি আরও বলেন, 'সেবি বড় মাপের কারসাজিকারীদের দিকে নজর দিচ্ছে যারা পেনি স্টকের ক্ষেত্রে "পাম্প অ্যান্ড ডাম্প" কৌশল ব্যবহার করছে। সেবি ও মেটা যৌথভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জন্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালু করেছে। শুধুমাত্র সেবি নিবন্ধিত কোম্পানিগুলি সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে। কোনও প্রকার কারসাজিমূলক বিজ্ঞাপন সেবি বাতিল করবে।' তিনি বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে

বলেন যেন কোনও ক্ষতিকর লিঙ্ক থেকে কিছু ডাউনলোড না করা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষিত বিনিয়োগকারীর সংস্কৃতি গড়ে তোলার দিকেও সেবি জোর দিচ্ছে। অভিনন্দন বক্তৃতায় মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি অমিত সরাওগি বলেন যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সেবি ইকুইটি ডেরিভেটিভস সেগমেন্টে একাধিক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। চুক্তির আকারে নিয়ন্ত্রণ, মেয়াদ উত্তীর্ণের দিনকে মান্যকরণ, ইন্ট্রাডে ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত জল্পনা দমন করার মাধ্যমে সেবি এই সেগমেন্টকে অনেক বেশি নিরাপদ ও স্বচ্ছ করেছে, বিশেষত খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য। মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ক্যাপিটাল মার্কেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অভিষেক বসুমাল্লিক তার ভাষণে স্বচ্ছ বাজার নিশ্চিত করা এবং অনিয়ম দমনের জন্য সেবিকে ধন্যবাদ জানান।

জেনে রাখা দরকার

বাংলাদেশ

১৯৮৫, ২১ মার্চ: গণভোটে রাষ্ট্রপতি এরশাদের শতকরা ৯৫ % ভোট লাভ।

১৯৮৭, ১০ নভেম্বর: নূর হোসেন গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক- এই শ্লোগান বুকে পিঠে লিখে মিছিল করেন, পুলিশের গুলিতে মারা যান। দেশে জরুরি অবস্থা। **৭ ডিসেম্বর:** সংসদ বাতিল।

১৯৮৮, ৩ মার্চ: সংসদ নির্বাচন। **৭ জুন:** সংবিধানের অষ্টম সংশোধন, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ঘোষিত।

১৯৯০, ৬ ডিসেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমেদের হাতে এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর।

১৯৯১, ২৭ ফেব্রুয়ারি: সাধারণ নির্বাচন। **৩ মার্চ:** বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেন বেগম খালেদা জিয়া। **৬ আগস্ট:** সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনরায় চালু হয়।

১৯৯৬, ১৩ জুন : জাতীয় সংসদ নির্বাচন। **২৩ জুন :** শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন। **১২ ডিসেম্বর:** বাংলাদেশ-ভারত ঐতিহাসিক জল বণ্টন চুক্তি, হুগলি নদীর জল বণ্টিত হবে দুই দেশের মধ্যে।

১৯৯৭, ৯ মার্চ : বাংলাদেশ সরকার ও চাকমা শরণার্থীদের ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত।

১৯৯৮, ২৩ জুন: বাংলাদেশের যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্বোধন।

১৯৯৯, ১৯ জুন : ঢাকা-কলকাতা প্রথম বাসযাত্রা।

২০০১, ১ অক্টোবর : সংসদ নির্বাচনে জয়ী বিএনপি, প্রধানমন্ত্রী হলেন বেগম খালেদা জিয়া।

২০০৭, ১১ জানুয়ারি: বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি।

২০০৮, ২৯ ডিসেম্বর : আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী। প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা

২০১৩, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ঢাকার শাহবাগে শুরু হয় গণ আন্দোলন। দাবি ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী দোষী সাব্যস্তদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। **২০ মার্চ:** বাংলাদেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হলেন আব্দুল হামিদ।

২০১৪, ৫ জানুয়ারি: বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। প্রধান বিরোধী দলগুলির ভোট বয়কট, ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী, নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগ, আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা।

২০১৬: ঢাকায় বৈদেশিক দূতাবাস সংলগ্ন এলাকায় একটি রেস্তোরাঁয় হামলা চালাল আইএস। ওই ঘটনায় ১৮ জন বিদেশিসহ ২০ জনের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ সরকার জানায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে জামাত-উল-মুজাহিদিন।

২০১৭ অক্টোবর: মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিল ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা।

২০১৮ ফেব্রুয়ারি: দুর্নীতির দায়ে ৫ বছরের জেল বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার। হারালেন নির্বাচনে লড়ার অধিকার। **ডিসেম্বর:** বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদের নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগ, পরপর তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনী দাঙ্গার বলি ১৭ জন।

২০১৯, ৩ মে: ঘূর্ণিঝড় ফণীতে ১৭ জনের মৃত্যু। **১৪ জুলাই:** প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসেন মহম্মদ এরশাদের মৃত্যু। **৩ নভেম্বর:** রেল দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু। **১০ নভেম্বর:** ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ২৫ জনের মৃত্যু। *(ক্রমশ)*

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় ৩৯৪ জুনিয়র অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার-গ্রেড-২/টেক পদে ৩৯৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যোগ্যতা: ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ডইলেক্ট্রনিক্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ফিজিও বা, অঙ্ক বিষয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য।

বয়স : ১৪-৯-২০২৫-এর হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে : ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা।

শূন্যপদ : ৩৯৪টি (জেনাঃ ১৫৭, ই.ডব্লুএস. ৩২, ও.বি.সি. ১১৭, তঃজাঃ ৬০, তঃউঃজাঃ ২৮)।

পরীক্ষা পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভটাইপের ১০০ নম্বরের অনলাইনে পরীক্ষা হবে। ২ ঘন্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি -২৫টি আর সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর ৭৫টি। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪ টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এরপর ৩০ নম্বরের স্কিল টেস্টও ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ।

পরীক্ষা কেন্দ্র: কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, কল্যাণী, শিলিগুড়ি।

দরখাস্ত পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ ও রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং চার্জ বাবদ ৫৫০ অর্থাৎ, মোট ৬৫০ (তপশিলী, মহিলা ও প্রাঃসঃকঃ হলে ৫৫০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিং কিংবা এস.বি.আই, চালানে জমা দেবেন। অনলাইনে টাকা জমা দেবেন ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর অফলাইনে জমা দেবেন ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। টাকা, জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

পিছোচ্ছে না স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ২ সেপ্টেম্বর বেলা ৫টা পর্যন্ত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে সব যোগ্য প্রার্থীরা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্কুলে (২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে যাঁরা চাকরি হারিয়েছিলেন) কাজ করার অনুমতি পেয়েছিলেন, তাঁদের ডিগ্রি ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্তরে ন্যূনতম ৫০% নম্বর না থাকলেও শুধুমাত্র তাঁরাই ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন করে দরখাস্ত করতে পারবেন। যাঁরা আগে দরখাস্ত করেছেন ও অ্যাডমিট কার্ডও ডাউনলোড করে ফেলেছেন, তাঁদের নতুন করে আর দরখাস্ত করতে হবে না। যাঁরা ২৩ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দরখাস্ত করবেন, তাঁরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ৩ সেপ্টেম্বর থেকে। আগে যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন, তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছে। পরীক্ষা যথারীতি ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বরই হবে। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে পুজোর ছুটি পড়ায় আর কোনো পরীক্ষার তারিখ ফাঁকা নেই। তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষা হবে ৭ সেপ্টেম্বর আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

নাম পরিবর্তন

কাকদ্বীপ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৭/০৩/২০২৫ তারিখের এফিডেভিট বলে আমরা ১) মল্লিকা মণ্ডল ২) নন্দিতা মণ্ডল ৩) পুতুল মণ্ডল দাস এবং ৪) অনিন্দিতা নায়েক ঘোষণা করছি যে ১ নম্বরের স্বামী ও ২, ৩, ৪ নম্বরের পিতার আসল নাম পঞ্চানন মণ্ডল যা ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক আকাউন্টে আছে। জমির রেকর্ডে ভুলবশত পঞ্চানন মণ্ডলের জায়গায় পুলিন মণ্ডল হয়ে গেছে। পঞ্চানন মণ্ডল ও পুলিন মণ্ডল এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

৩৩৪ কোর্ট অ্যাটেন্ড্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: দিল্লি হাই কোর্ট কোর্ট অ্যাটেন্ড্যান্ট, রুম অ্যাটেন্ড্যান্ট ও সিকিউরিটি অ্যাটেন্ড্যান্ট পদে ৩৩৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা

কোন পদের জন্য যোগ্য:

কোর্ট অ্যাটেন্ড্যান্ট: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: লেভেল ৩ অনুযায়ী।

শূন্যপদ: ৩১৮টি (জেনাঃ ৮৪, ও.বি.সি. ১০৮, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ৩৪, ই.ডব্লু.এস. ৭১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১২টি ও প্রাঃসঃকঃ ২৯টি।

রুম অ্যাটেন্ড্যান্ট: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: লেভেল ৩ অনুযায়ী। শূন্যপদ: ১৩টি (ও.বি.সি.)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি ও প্রাঃসঃকঃ ১টি।

সিকিউরিটি অ্যাটেন্ড্যান্ট: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে: লেভেল ৩ অনুযায়ী। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতেহবে ১-১-২০২৫"এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 03/2025. প্রার্থী বাছাই করবে দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড। এজন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। ১০০ নম্বরের ১০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: হিন্দি-২৫ নম্বর, ইংরিজি-২৫ নম্বর, জেনারেল নলেজ ২৫ নম্বর, অ্যারিথমেটিক ২৫ নম্বর। সময় থাকবে ১৫০ মিনিট। সফল হলে দ্বিতীয় পার্টের পরীক্ষা হবে। তারপর হবে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https:/ /dsssbonline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নাম পরিবর্তন

আমি ইংরাজী ০৮/০৮/২৫ তারিখ আলিপুর মহামান্য 1st class judicial magistrate এফিডেভিট বলে RAJANI KANTHA REDDY D s/o RAMCHANDRA REDDY DEREDD থেকে D RAJANI KANTHA REDDY s/o DEREDDY RAMACHANDRA REDDY নামে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

শব্দবার্তা ৩৫৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চমৎকার, অপূর্ব ৪। রান্নাঘর ৫। সভার সদস্য ৭। বইয়ের বাঁধাই ছাপা প্রভৃতির শোভা ৯। আইনসম্মত ১০। সংস্কৃতি, কৃষ্টি

উপর-নীচ

১। অনুশীলনের অভাব ২। একেবারে নষ্ট, অপব্যায়িত ৩। যা নিয়ে মানুষ বাঁচে ৬। মালদহের লোক সংগীত বিশেষ ৮। দুটি রাস্তার মিলনস্থল

সমাধান : ৩৫৭

পাশাপাশি : ২। ঘাম ৫। দরকার ৭। গরিমা ৮। শতরঞ্জ ১০। অনলস ১৩। রথের ১৪। ছারপোকা ১৫। চল

উপর-নীচ : ১। বদমাশ ২। ঘর ৪। মগডাল ৬। কামার ৯। অখরচ ১১। নম্বর ১২। সরকার ১৪। ছাল

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

৩০ আগষ্ট – ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল দিতে চলেছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মতপার্থক্য হতে পারে। কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করুন এবং চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত খুব বুদ্ধিমানের সাথে নেওয়া উচিত। ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প শুরু করা এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা কাজের বাধা দূর করতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা কাজগুলি সফল হবে।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কাজের জন্য ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। বিরোধীরা অফিসে সক্রিয় থাকবে, যার কারণে ঝামেলা কিছুটা বাড়তে পারে। অবিবাহিতরা বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে পারেন। বন্ধুদের সাথে সময় কাটান। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং খুব বেশি চাপ নেবেন না।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহে এই রাশির জাতকদের ভাগ্য ভালো থাকবে। নতুন চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। পরিবারের সহায়তায় পাবেন। পুরানো সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করবেন। অফিসে কাজের চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি পাবে। অর্থ প্রবাহের নতুন পথ উন্মোচিত হবে। বিবাহিত জীবন সুখী হবে। সম্পর্কের সমস্যা দূর হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি একটু মনোযোগ দিন। সুস্থ জীবনযাপন বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে। পুরনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন দেবে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এই সপ্তাহটি দুর্দান্ত। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ভেবে নিন। দীর্ঘ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন। নতুন সম্পত্তি বা যানবাহন কেনা সম্ভব। রাতে সাবধানে গাড়ি চালান। রোমান্টিক জীবনে প্রেম এবং রোমান্স বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ রাশি : আর্থিক ক্ষেত্র ভালো হবে। পেশাগত জীবনে নতুন সাফল্য আসবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা থাকবে। পারিবারিক জীবন সুখী হবে। আটকে থাকা কাজগুলি সফল হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা আজ একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন।

কন্যা রাশি : নতুন প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। তবে, অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি খুব সাবধানে নিন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কোনও সমস্যা হলে পরিবারের সাথে ভাগ করে নিন। আপনাকে সমস্যা সমাধানের জন্য ভাল পরামর্শ দেবে।

তুলা রাশি : তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুবই শুভ হতে চলেছে। নতুন সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকবে, তবে পারিবারিক জীবনে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হবে। ব্যবসায় আর্থিক লাভ হবে। আজ আপনি সাবধানে বিবেচনা করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি : পেশাগত জীবনে উত্থান-পতন হবে। কাজের ব্যাপারে অসাবধান হবেন না। সাবধানে অর্থ লেনদেন করুন। সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। প্রতিদিন যোগব্যায়াম এবং ব্যায়াম করুন। গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। নতুন বিনিয়োগের বিকল্পগুলিতে নজর রাখুন।

ধনু রাশি : ধনু রাশির জাতকদের জন্য সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পেশাগত জীবনে অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত থাকুন। কিছু লোক চ্যালেঞ্জিং কাজ পরিচালনা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। আয় বৃদ্ধির নতুন উপায় খুঁজুন। এটি শীঘ্রই আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে।

মকর রাশি : আর্থিক দিক থেকে ভাগ্যবান হবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময়টি ভালো। কাজের দায়িত্ব বাড়বে। ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য আসবে। সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা ফিরে আসবে। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনবে। তবে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না।

কুম্ভ রাশি : অতিরিক্ত খরচ নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা আসবে। কাজের দায়িত্ব খুব সাবধানে পালন করুন। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন এবং একটি নতুন আর্থিক পরিকল্পনা করুন এবং বাজেট অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করুন।

মীন রাশি : আর্থিক লাভের নতুন সুযোগ পাবেন। ব্যবস্থাপনায় আপনার ভালো ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিবাদ থেকে মুক্তি পাবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকুন। অফিসের কাজ দায়িত্বের সাথে পালন করুন। ক্যারিয়ার বৃদ্ধির জন্য অনেক সুবর্ণ সুযোগ দেবে। পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বন্ধের মুখে স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বছর আগে আড়াইশো ছাত্র ছাত্রী ছিলো। বর্তমানে শিক্ষিকা ১,খাতা–কলমে ৩৫ হলেও স্কুলে আসে ছাত্র–ছাত্রী ৮ জন, স্কুল বন্ধের আশঙ্কা তাড়া করছে অভিভাবকদের। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আস্তে আস্তে তলানিতে ঠেকেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার বিধানসভার ঘাটেশ্বরা মুসলমান পাড়া ও কয়াল পাড়া এস এস কে স্কুলে। বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় ভুগছে অভিভাবকরা। বর্তমানে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে এলাকাবাসীরা। ঘাটেশ্বরা এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি খুবই প্রিয়। এক বছর আগে ৪জন শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে একজন শিক্ষিকা, পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকায় স্কুল থেকে ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে অন্য স্কুলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এলাকার মানুষজন। স্কুলের প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা শরীর অসুস্থ বা অন্যান্য কারণবশত একমাত্র শিক্ষিকা স্কুলে না এলেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এমনই দাবি করেছেন স্কুল শিক্ষিকা করবি ময়রা। বিরোধীদের দাবি রাজ্য সরকার শিক্ষার মান এমন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে যা আগামী দিনে আরো স্কুল বন্ধের আশঙ্কারয়েছে। অন্যদিকে শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যা রন্তন মল্লিক বলেন, আশে পাশে অনেক স্কুল রয়েছে তাই সে স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীরা চলে যাচ্ছে। তাছাড়া এই স্কুলে সরকারি সুযোগ–সুবিধা নেই এবং বর্তমানে স্কুলের শিক্ষক না থাকার জন্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রী আসছে না, তবে তিনি এ বিষয়ে বিডিওকে জানিয়েছেন।

রাজনগরে বন্ধ একাধিক বিদ্যালয়

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর। সেই রাজনগর ব্লকের একাধিক বিদ্যালয় বন্ধ নেপথ্যে শিক্ষক সঙ্কট। রাজনগর ব্লকের নাকাশ ইদগাহ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজারকেন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসমাইল শিশু শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ। স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। একজন শিক্ষিকা ছিল কিন্তু সেও অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার পর থেকে বন্ধ রাজারকেন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসমাইল শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। এপ্রিল মাসে মুখ্য সম্প্রসারিকা সাহারা বানু অবসরগ্রহণের পর থেকে বন্ধ ইসমাইল শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত রাবিয়া খাতুন। সম্প্রতি তাঁর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে ছাত্রী বলছে, এটা আমাদের স্কুল ছিল। এখন সেখানে মদ জুয়ার আসর বসছে। দয়া করে পুলিশ ডেকে দিন। রাজনগর ব্লকের মোট ২৫টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে চালু আছে ১৮টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র দেখ ভাল করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ২০০৮ সালের পর থেকে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ বিরোধীদের। সিপিএমের এক নেতার কটাক্ষ, মেলা খেলায় টাকার মচ্ছব করে রাজ্য সরকার কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ করার বেলায় তাঁদের টাকা থাকে না। যদিও বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

রাস্তায় হাঁটু সমান কাদা

সমস্যায় গ্রামবাসীরা

রবীন দাস: ঢালাই তো দূরের কথা আজও পর্যন্ত রাস্তায় একটা ইটও পাতা হয়নি। মাটির রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন নামখানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃতীয় ঘেরির ভূঁইয়াপারার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, এই এলাকার সামনের অংশে ঢালাই রাস্তা রয়েছে। কিন্তু প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা আজও মাটির রয়ে গিয়েছে। অথচ এটি গ্রামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। কারণ এই রাস্তার পিছনে ও দুই পাশে কয়েক হাজার বিঘা কৃষি জমি ও পানের বরজ রয়েছে। সেখানে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন প্রচুর মানুষকে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এছাড়াও এই রাস্তার দুই পাশে বেশ কয়েকটি পরিবার রয়েছে। এক পসলা বৃষ্টি হলেই পুরো রাস্তাটিতে হাঁটু সমান কাদা হয়ে যায়। সেই কাদা ঘেঁটে যাতায়াত করতে হয়। বিশেষত বর্ষাকালে কোনও বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রামবাসীদের খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। রাত হলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। তখন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করাই বিপদজ্জনক হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের দাবি, বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এবিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা শ্রীমতি ধল বলেন, 'বর্ষাকালে নলকূপ থেকে জল আনতে গেলে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। প্রায় সময় গৃহবধূরা কাদা রাস্তায় পা পিছলে গিয়ে কলসি নিয়ে পড়ে যান। বর্ষাকালে এই গ্রামের পড়ুয়ারা সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে পারেনা। ছোট শিশুরাও কেউ স্কুলে যেতে পারেনা।'

নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াঙ্কা দাস বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। যদি এরূপ পরিস্থিতি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ইট অথবা ঢালাইয়ের রাস্তা করে দেওয়া হবে।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ভারতচন্দ্র গন্থাগারের শোচনীয় অবস্থা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগরের মূলাজোড়ে ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছে ১৯০৬ সালে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। কর্মকর্তাদের উদ্যম ও পরিশ্রম থাকলেও আর্থিক অনটনের জন্য এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় গ্রন্থাগারটি শেষ হতে চলেছে। সরকারের আর্থিক সাহায্য ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

৯ম বর্ষ, ৩০ আগষ্ট ১৯৭৫, শনিবার, ৩৮ সংখ্যা

সেতু নির্মাণের আগে শুরু মাটি পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগরের মুড়িগঙ্গা নদীতে সেতু তৈরি করার জন্য আবার নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে। শুরু হয়েছে নদীর উপরে ক্যাম্প বানিয়ে মাটি পরীক্ষার কাজ। কাকদ্বীপের লট আটের পাড় থেকে কিছুটা দূরে নদীর উপরে চারটে খুঁটি পুঁতে অস্থায়ী ক্যাম্প বানানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে এই কাজ চলবে। দ্বিতীয়বার টেন্ডার হওয়ায় নতুন করে মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই কাজ দেখে আশাবাদী সাগরের মানুষ।

সাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে সাগরপাড়, কপিল মুনির আশ্রমের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে সমুদ্র, তাই ২০২৬ এর গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন। ২৭আগস্ট কাকদ্বীপ মহকুমাশাসকের দপ্তরে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার উপস্থিতিতে প্রথম বৈঠক থেকে শুরু হয়ে গেল আগামী জানুয়ারি মাসের সাগরমেলার প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক। বৈঠকের আগে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাগরের বিডিও সাগরতটের ভাঙন এলাকা ঘুরে দেখেন। গত কয়েক বছরে লাগাতার ভাঙনে জেরবার প্রশাসনও। এদিন ভাঙন এলাকা ঘুরে দেখে একটি রিপোর্ট তৈরী করবে জেলা প্রশাসন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মেলার আগে ভাঙন রোধ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেবে জেলা প্রশাসন। বৈঠকে মেলার আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সব বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ার বহু রাস্তা সংস্কারের অভাবে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এমনি দাবি নিত্য যাত্রীদের। হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বড়গাছিয়া হাঁটাল মোড় থেকে হাঁটাল বাজারের রাস্তার। পিচের প্রলেপ উঠে ছোট বড় গর্তে পরিনত হয়েছে, যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। তাই এলাকাবাসী থেকে নিত্যযাত্রীদের সকলের দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হোক। ছবি: সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

ফের পুলিশের জালে বুলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ আগস্ট রাতে ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র–সহ ক্যানিংয়ের গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা মোরসেলিম মোল্লা ওরফে বুলেটকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,সেলিম দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় দাপট দেখিয়ে আসছিল। বছর কয়েক আগে নিজের পরিচিতদের হাতে ভিজিটিং কার্ড বিলি করে জানিয়েছিল, সে চাইলে 'হাফ মার্ডার' কিংবা 'ফুল মার্ডার' করতে পারে। সেই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রেফতারও হয় সেবার। জেলও হয়। তারপর জেল থেকে বেরিয়েও সে আবারও দুষ্কৃতী মূলক কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বলে সুত্র মারফত খবর পায় পুলিশ। তারপর থেকে এলাকায় পুলিশের একাধিক অভিযানের পরেও কিছুদিন সে নজরের বাইরে চলে গিয়েছিল। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অবশেষে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো মামলাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বুলেটের সাথে আর কে বা কারা রয়েছে সে বিষয়েও খোঁজ চলছে।

বারুইপুর পুরসভার উদ্যোগে বিদ্যালয়ের গেটে বসবে তোরণ

জাহেদ মিস্ত্রী: বারুইপুর পুরসভার উদ্যোগে বারুইপুর গার্লস হাই স্কুলের সামনে সুদৃশ্য তোরণ বসানো হবে। ২৮ আগষ্ট স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রভবনে এমনই ঘোষণা করেন বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস। এদিন প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি কাউন্সিলর বিকাশ দত্ত, জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অজিত নায়েক, পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী সহ অন্যরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বলেন, 'স্কুল ৭৫ বছরে পড়েছে। অনেক কৃতি ছাত্রী স্কুল থেকে বেরিয়ে সমাজে সাফল্যর সঙ্গে কাজ করছে। স্কুলে শিক্ষিকা সমস্যা রয়েছে। আগামীদিনে তা দূর হবে বলে আশা করা যায়।'

গ্রেপ্তার টোটো চুরির পান্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে বারুইপুরে টোটো চুরির পান্ডা পূর্ব বর্ধমানের চন্দন সরকারকে ৭ চোরাই টোটো সমেত গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। চা বিক্রেতা, ট্রেনের যাত্রী ও ফেরিওয়ালা সেজে হাওড়া স্টেশন থেকে তাকে ধরে ফেলে বারুইপুর থানার পুলিসের বিশেষ দল। চন্দনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের আরও এক সঙ্গী রিসিভার নদীয়ার চাকদহ দরাতপুরের এক বাসিন্দার হদিশ পায় পুলিস। অভিযুক্তের নাম রামপদ মণ্ডল। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে মোট ৭টি চোরাই টোটো। জানা গিয়েছে,অভিযুক্ত রামপদ নদীয়ার দরাতপুরের বিজেপি নেতা। কিছু দিন ধরে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক টোটো চুরি হচ্ছিল। গত এক মাসে বারুইপুরে অন্তত ১২টি টোটো চুরি হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ১৫ ই আগস্ট বারুইপুর কাছারি বাজারের সামনে থেকে একটি টোটো চুরি হয়ে যায়। টোটোর মালিক অজিত বিশ্বাস বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার পরে বারুইপুর থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের নির্দেশে এসআই রনি সরকারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠিত হয়। এই টোটো চুরির তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। তা খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা হদিশ পান পান্ডা চন্দনের। সোমবার পরিবার সহ কেদারনাথ দর্শনের জন্য হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়েছিল সে। পুলিশের ওই দল জানতে পারে, চন্দন কুম্ভ এক্সপ্রেস ধরবে। দুপুর ১টা নাগাদ স্টেশন থেকে তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, চন্দন টোটো চুরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। কাছে রেখে দিত ব্যাটারি চার্জারও। এই চন্দনের সঙ্গে 'রিসিভার' রামপদর জেলে আলাপ হয়েছিল। চন্দন চুরি করে টোটো পৌঁছে দিত রামপদর কাছে। রামপদ টোটো বিক্রি করত সর্বাধিক ১ লক্ষ টাকায়। কখনও কখনও মাত্র ২৫ হাজার টাকায় টোটো বিক্রি হয়ে যেত। পুলিস জানতে পেরেছে, এই টোটো চুরি চক্রের সঙ্গে বারুইপুরের কেউ জড়িত। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

বিকল নজরদারি ক্যামেরা অপরাধ বাড়ছে লোকপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ আগস্ট রাতে নানুরের পাকুড়হাঁস দক্ষিণপাড়ার ব্রহ্মচারী মন্দিরের তালা ভেঙে ও শিকল কেটে চুরি করে দুষ্কৃতীরা। মন্দির কমিটির সম্পাদক মিহিরকুমার ঘোষ বলেন, প্রণামি বাক্স ভেঙে টাকা পয়সা, একটি ১২ কেজি ওজনের ঘণ্টা ও পুজোর সামগ্রী চুরি গিয়েছে। নগদ টাকা ও সামগ্রীর বর্তমান বাজার মূল্য ধরলে প্রায় লাখখানেক টাকা হতে পারে। সম্প্রতি চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের চিনপাই ও তাপাসপুর গ্রামে প্রচুর চুরির ঘটনা ঘটছে। চিনপাই গ্রামে ট্রেনিং প্রাপ্ত কুকুর নিয়ে চুরির তদন্ত হলেও হয়নি কোনো কিনারা। ২৬ আগস্ট লোকপুর থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাজার তথা হাটে মোবাইল চুরি যাওয়া নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। স্থানীয় থানার আনন্দনগর গ্রামের বাসিন্দা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী কাঞ্চন বাগদী বাজার করতে এসে খোয়া যায় তার মোবাইল ফোন। লোকপুর মূল বাজারের পাশাপাশি এখানেই রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক,

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এককথায় জনবহুল এলাকা অথচ সেখানের মত জায়গায় সিভিক ভলান্টিয়ার বা পুলিশ না থাকায় উঠছে প্রশ্ন। যদিও মোবাইল চুরির খবর চাউর হতেই বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশ বাহিনী স্থানীয় হাট এলাকা পরিক্রমা করে। সূত্রের খবর সিভিক ভলান্টিয়ারদের ডিউটি বণ্টনকারী কর্মী পছন্দ মত কর্মীদের জায়গা অনুপাতে ডিউটি দেয়। কোনো কর্মীর অনুপস্থিতির কারণ উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের না জানিয়ে ম্যানেজ করতে গিয়ে অনেক সময় এলাকায় ডিউটি ফাঁকা থেকে যায়। অনুরূপ এদিন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই সাথে বাজার এলাকায় নজরদারি চালাতে একদা লোকপুর থানার পক্ষ থেকে নজরদারি ক্যামেরা বসানো হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ তা অকেজো অবস্থায় বিদ্যুতের খুঁটিতে সৌন্দর্যময় অবস্থায় বিরাজমান। এমনকি চুরি করতে আসা লোকজন আসানসোল রানীগঞ্জ এলাকার বলে পুলিশ জানতে পারে। নজরদারি ক্যামেরা সচল করা সহ পুলিশের নজরদারি বাড়ানো দরকার বলে এলাকাবাসীদের অভিমত।

নরেন্দ্রপুরে দু:সাহসিক ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ যুবক বাইকে করে এসে এক মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দিল। ২৭ আগস্ট বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার লস্করপুর রামকৃষ্ণনগর এলাকায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। তিনি জানান, এতদিন টিভির সংবাদে দেখেছি, কিন্তু দিনের আলোয় নিজের সঙ্গে এমন হবে কখনও ভাবিনি। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে, যদিও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

'রিয়েল হিরো অ্যাওয়ার্ড' পেলেন প্রসেনজিৎ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য সুন্দরবনের যুবক প্রসেনজিৎ মণ্ডল পেলেন "রিয়েল হিরো অ্যাওয়ার্ড" সম্মান। সম্মানিত করেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা অর্জুন ও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। মুম্বাইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে আয়েজিত অনুষ্ঠানে শনিবার এই পুরস্কার তুলেদেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার।

উল্লেখ্য স্বাস্থ্য,শিক্ষা,বৃক্ষরোপন ও আত্মনির্ভরতার অগ্রগতির পথ দেখানোর জন্য এমন পুরস্কার পেলেন প্রসেনজিত মণ্ডল। জানা গিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি ২ পঞ্চায়েতের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা প্রসেনজিতের বাবা শ্রীমন্ত মণ্ডল। তিনি এক সময় সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই সমস্ত মাছ কাঁকড়া নিয়ে গ্রামের বাজারে বিক্রি করতেন প্রসেনজিত। এরপর শ্রীমন্ত বাবুর কয়েকজন সঙ্গী সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হয়ে যায়। এমন ভয়াবহ ঘটনা জানতে পারেন যুবক প্রসেনজিত। এরপর যুবক প্রসেনজিত স্থীর করেন দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াতেই হবে। বিগত প্রায় ১৬ বছর আগে 'সুন্দরবন ফাউন্ডেশন' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলেন।এ লাকায় ব্যাঘ্র বিধবা মা এবং দরিদ্র অসহায় মায়েদের নিয়ে নদীবাঁধ বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ রোপনের কাজ শুরু করেন। কাজের শেষে অসহায় পরিবার গুলোর হাতে তুলে দিতেন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী। এমনকি তাঁদের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য পড়ার সামগ্রী,চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্রও তুলে দিতেন। এযাবৎ গোসাবা ব্লকের বালি ২ পঞ্চায়েত

এলাকার বিভিন্ন নদী বাঁধে প্রায় ৫ লক্ষের অধিক ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপন করেছেন। হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করার জন্য গড়ে তুলেছেন শ্মশান। মুসলমান সম্প্রদায় মানুষের জন্য একটি কবরস্থান গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি এলাকার মহিলাদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে মৌমাছি পালন করে মধু উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে এলাকার প্রায় শতাধিক মহিলা মধু উৎপাদনের কাজ করে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভরতা লাভ করেছেন। এছাড়াও খাদির কাজে ৩০০ জন মহিলা যুক্ত রয়েছেন।

উল্লেখ্য ২০২৩ এ 'সুন্দরবনের রিয়েল হিরো' হিসাবে তাকে সম্মানিত করেছিলেন বলিউড তারক সোনু সুদ। ২০২৪ সালে 'গ্লোবাল ফ্লেম অ্যাওয়ার্ড' সম্মান দিয়েছিলেন অভিনেত্রী মালাইকা আরোরা।

প্রসেনজিত জানিয়েছেন, 'সুন্দরবন আমার মাতৃভূমি। সেই মাতৃভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার আপনার সকলের। সুন্দরবন বাঁচলে আমরা নিশ্চিত ভাবে নিরাপদে বাঁচতে পারবো। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বাঁচতে পারবে। যার জন্য ম্যানগ্রোভ রোপন অত্যন্ত জরুরী। সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যার ফলে আমাকে "রিয়েল হিরো অ্যাওয়ার্ড – ২০২৫" সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। সুন্দরবনবাসী হিসাবে পুরস্কার পেয়ে আমি গর্বিত। এ পুরস্কার আমার একার নয়,সকল সুন্দরবনবাসীর। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং, শিল্পী সোনু সুদ, অভিনেত্রী মালাইকা আরোরাদের কাছে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং কে সুন্দরবনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি সুযোগ পেলে সুন্দরবনে আসবেন বলে জানিয়েছে।'

নতুন রূপে কুলপির করঞ্জলী ব্রজকিশোর বহুমুখী বিদ্যানিকেতন

উত্তম কর্মকার, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির অন্যতম করঞ্জলী ব্রজকিশোর বহুমুখী বিদ্যানিকেতন এই বিদ্যালয়ের সূচনা হয় ব্রজকিশোর ঘোষ সহ কতিপয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা ১৯১৭ সালে প্রথমে তালপাতার চালা ঘরে গুটি কত ছাত্র নিয়ে পঠন–পাঠন শুরু হয়। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্তমানে বিদ্যালয়ের আকার আকৃতি কালের সবকিছু পাল্টে গিয়েছে বর্তমান বর্ষে ১৫ আগস্ট ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল নজর কারা যা জনমানষে অন্যমাত্রা এনে দেয় বিদ্যালয়ের এন. সি. সি. বাহিনীর কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সত্যম কুমার হালদারের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা শুরু হয় সকাল ৮:৩০ মিনিটে। করঞ্জলী বাজারে সহ বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করা হয় ওইদিন দুইজন মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আবরণ উন্মোচিত হয় এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগোরঞ্জন হালদার,

কুলপি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জনাব জাহাঙ্গীর আলী, জেলা পরিষদ সদস্য পূর্ণিমা হাজারী লস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ সুপ্রিয় হালদার, করঞ্জলি অঞ্চল প্রধান অভিজিৎ বৈরাগী, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় তাপস কুমার হালদার ও প্রধান শিক্ষক সহ বিশিষ্ট গুণীজন প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জলন করেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার সহ মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাষণে যোগরঞ্জন হালদার বলেন, ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে মনীষীদের জীবনী পাঠ ও চর্চা করা বিশেষ প্রয়োজন এই বিষয়ে মূর্তি বসানোর প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ওসি জাহাঙ্গীর আলী ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি শিক্ষক তথা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা কর্তব্য এ কথা বলেন। পূর্ণিমা হাজারি লস্কর ছাত্রদের সম্মানিত দায়–দায়িত্ব কর্তব্য ও সমাজ সচেতন হতে হবে এ কথা বলেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সত্যম কুমার হালদার এই বিদ্যালয়ের অতীত ঐতিহ্যের পাশাপাশি বর্তমান বিদ্যালয়ের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন বর্তমান ২০২৫ উচ্চ মাধ্যমিকের ৪৬৬ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করে। মাধ্যমিকে সাগ্নিক পলতা ৬৫১ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ২৩ জন ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬০০–এর অধিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নতির পাশাপাশি ছাত্র–ছাত্রীদের মান্নানের কথা বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী পরিচালন সমিতির ও ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা প্রাক্তন ছাত্র এলাকাবাসী সবাই খুশি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩০ আগষ্ট – ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

রঙ্গে ভরা বঙ্গ রাজনীতি

প্রতিবাদের ভাব এবং ভাষা বরাবরই বঙ্গ রাজনীতিতে মৌলিকত্ব দাবী করে। নৈতিক অনৈতিক এবং শিষ্টাচারের মাত্রা সেক্ষেত্রে অতিক্রম করেও যায় বহু সময়। আজ যে শাসক কাল সে বিরোধী। আবার উল্টোটাও সত্যি। তবে সময়ের ব্যবধান সব সময় ভিন রাজ্যের মত হয় না এ রাজ্যে। জনগণের দরবারে তাদের মন পেতে রাজনীতিকরা সর্বদাই ব্যাকুল থাকেন এবং এটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও লক্ষ্য। যেন তেন প্রকারেণ ভোটের ঝুলি ভরাতে, প্রচারের আলোতে থাকতে এবং ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণের লক্ষ্য নিয়েই তাদের সময় কেটে যায়। সেক্ষেত্রে শত্রু মিত্র ব্যাপারটাও খুব আপেক্ষিক এবং ক্ষণস্থায়ী। দুই ভাই বোনের মতই হিংসা ও দুর্নীতি বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে এই সময় এরা সহনীয় এবং সাময়িক ঢেউ তুলে দ্রুত স্তিমিত হয়ে যায়। ব্রিটিশ আমলের সেই সব রাজনীতিকরা আজ বিরল প্রজাতিভুক্ত। উচ্চ প্রযুক্তির এআই এবং আইটি সেল নির্ভর রাজনীতিকরা হ্যাঁকে না আর নাকে হ্যাঁ করতে খুব বেশি সময়ের অপব্যবহার করেন না। ব্যক্তিগত জীবন চর্চা বা যাপন নিয়ে কোনরকম সংযমী ভাষা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্থ হন না। স্মার্ট ক্লাসরুম আর স্মার্ট মোবাইলের যুগে স্মার্ট রাজনীতিকরা দ্রুত ভোট অঙ্কের রাজনীতি কষে ফেলেন। যারা ক্ষমতায় থাকেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতিপত্তি একটু বেশি হয়ে থাকে। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, নিত্য নতুন নিউজ পোর্টাল আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর আর্থিক সমৃদ্ধির হাত উদার ভাবে থাকায় সহজেই ভাবমূর্তি গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হয়। রাজনীতিতে এই অতি প্রচারের প্রশস্ত পথে আপদ এবং বিপদ থাকে লুকিয়ে। কোন রকম বেফাঁস মন্তব্য বা আচরণ কয়েক দশক আগে রাজনীতিকদের মত অকাতরে বলে ফেলা যায় না। সবই সংবাদপত্রের অপপ্রচার! কারণ ছবি ভিডিও কথা বলে এবং তা সংখ্যায় বেশি হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক সেন্সরশিপের সুযোগ অনেক কম। রাজনীতিকদের নানা বেফাঁস মন্তব্য এবং আচরণকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিম আর রিল বানাবার সৃষ্টিশীল কাজ সমাজমাধ্যমে অকাতরে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অকথা-কুকথা, হুমকি এবং হিংসা যে পর্যায় পৌঁছেছে তা বাংলা সংস্কৃতি-কৃষ্টির পরিপন্থী। একসময় দাদা ঠাকুরের সেই 'ভোট দিয়ে যা ভোটার'-এর বুদ্ধিদীপ্ত রঙ্গ এবং ব্যঙ্গ প্রবাদপ্রতিম এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। একসময় মিছিল-মিটিংয়ে অপপ্রচার, এক পেশে প্রচার বা প্রোপাগান্ডা সীমাবদ্ধ ছিল রাজপথে কিংবা নাটকের মঞ্চে। প্রযুক্তির হাত ধরে রাজনৈতিক প্রচার নীতি নৈতিকতার প্রায় সমস্ত সীমাই লঙ্ঘন করেছে আজ। তবু নব প্রজন্ম রাজনীতির পাঠ নিচ্ছে বর্তমান সময়ের রাজনীতিকদের হাত ধরে। সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গ দেখে ভিন রাজ্যের বাসিন্দারও কৌতুক প্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা ও বঙ্গভাষিদের গর্ব ও ঐতিহ্যের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

নিয়মবশে জল যেমন নিম্নগামী, তেমনই নিয়মবশেই বিনাশকালে জীব কালমুখে পতিত হয়। প্রাণই প্রাণের খাদ্য। হে মুনে! বিচার করে দেখুন, কেউই ভোজ্য বা ভোক্তা নয়। সবই হলেন পরমাত্মা। তিনি ভিন্ন অপর কেউ কখনও ছিল না, ভবিষ্যতে কেউ হবেও না। একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। এই যে আমি, আপনি সকলে ব্রহ্ম হতে বিভাজিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছি, তা শুধু কল্পনামাত্র। ভক্ষক-ভোগ্যও কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নেই। অজ্ঞতাবশে মানুষ ভাবে এই কর্ম অমুকে করেছে, অমুক দ্বারা কৃতকর্মের দরুন আমি দুর্ভোগে পতিত হয়েছি"। সমাক্ চক্ষুস্মান মাত্রেই জানেন, আমি, তুমি, বহু কর্ম ইত্যাদি শুধু অলীক কল্পনা মাত্র। অবিদ্যা প্রভাবেই ইত্যকার কল্পনা কল্পিত হয়ে থাকে। আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। ক্রোধ মহা অনর্থকারী। বরং বিচার করে দেখুন, আমার কোন কর্মপ্রবৃত্তি, প্রত্যাশা, আশঙ্কা, প্রীতি ইত্যাদি মোহান্ধতা নেই। ভয়শূন্য হওয়ায় আমি অবিচল এবং সত্যপরায়ণ। আমি শুধু বিধির অনুবর্তন করি। সাধুর পরিচর্যা করতে আমি আপনার কাছে এসে এই সত্যবাক্য আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনি বরং এখন যোগনেত্রে শুক্রের বর্তমান জীবনধারণ এবং কি কারণে তাঁর এই পরিণতি, তা দেখুন। অতঃপর ভৃগু শান্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন এবং ক্রমে ক্রমে শুক্রের যাবতীয় ঘটনাবলী দেখতে পেলেন। সামান্য মোহ জীবকে বহুবর্ষ ব্যাপী কিভাবে আবদ্ধ রাখে, তা আরও একবার দেখে আশ্চর্য্য হলেন। তিনি কালকে বললেন, হে ভগবন্! আপনি এই অবসরে আবার আমায় জ্ঞানদানে ধন্য করলেন। রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি মনের কলুষবশতঃ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সত্যদর্শনে আমরা সেই কারণেই বিমুখ থাকি। সংসারের শত শত অনর্থ দেখেও আমরা অনুরাগ-দ্বেষে দুষ্ট হওয়ার অভ্যাস বর্জন করি না। মনে অজ্ঞতার কি সাংঘাতিক প্রভাব! হিত-অহিত বিষয়ে কর্তব্যজ্ঞান ধারণ করাই রীতি। অনিষ্টকারী কর্মে রোষ এবং হিতকারী কর্মে প্রসন্নতা মানুষের কর্তব্য। জগদ্‌ভ্রান্তি বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্তব্য-অকর্তব্য সমন্ধে সচেতন থাকা উচিত। আমি ক্ষণিকের অজ্ঞতায় ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার এই কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে, এবং আমি নির্বিকার হৃদয়েই তা ভোগ করব। হে কালদেব! এখন আমার বোধ হচ্ছে যে, সকল প্রাণীরই দুই ধরণের শরীর আছে। একটি শরীর স্থূল, অপরটি মনোময় দেহ। মনোময় শরীরই সর্বগামী এবং সমস্ত কর্মের স্রষ্টা ও কর্তা। এমনকি এই জগৎও সেই মনেরই কল্পনায় সৃষ্ট হয়েছে। আমার জ্ঞানোন্মেষে আপনাকে প্রণাম করি। কাল বললেন, ব্রহ্মণ! আপনি যথার্থ বলেছেন। দৃষ্টিদোষে আকাশে দুটি চন্দ্র দেখার মত অজ্ঞতার বশে অলীক জগৎকে সত্য বলে বোধ হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সময়ের বলিকাঠ ঘিরে চলছে প্রহসন উল্লাস

সুবীর পাল

অবশেষে বহু প্রত্যাশিত নির্দোষ তকমাটা পেয়েই গেলেন একদা ঝাঁ চকচকে সারদা সাম্রাজ্যের জোড়ি নাম্বার ওয়ান সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়! বাংলার চিটফান্ড জগতে এঁরাই তো এখন পাড়ায় পাড়ায় দোকানের ঠেকে, আলোচনার বেঞ্চে নতুন করে তুফান ছোটানো কড়া লিকারের চায়ে পে চর্চা।

পাঠকের স্মরণকে আরও একবার উস্কে দিয়ে একটু না হয় ফিরেই যাওয়া যাক ক্যালেন্ডারের পরিত্যক্ত পাতার বিবর্ণ খোপে খোপে। সময়টা ২০১৩ সাল। সারদা নামক একটি চিটফান্ডকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য জুড়ে তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। আমানতকারী ও এজেন্টদের মধ্যে লেগে যায় খণ্ডযুদ্ধ। ওই চিটফান্ডের বিভিন্ন দফতরে জমাকৃত টাকা খুইয়ে ক্ষুব্ধ আমআদমি চালাতে থাকে অবাধ ধর্ণা ও ভাঙচুর। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই প্রতিষ্ঠানের দুই সর্বেসর্বা সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায় দেশের নানা জায়গা ঘুরে শেষে পালিয়ে যান কাশ্মীরের সোনমার্গে। সেই সন্ধান পেয়ে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ সেখান থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারি নিয়েও তখন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সমালোচনা শোনা গিয়েছিল। অনেকে সোচ্চার হয়েছিলেন এই অভিযোগে, সারদা কর্তার সঙ্গে রাজ্যের শাসক সরকার ও তৃণমূল দলের একটা মৌখিক গোপন সমঝোতার মধ্যে দিয়েই নাকি এই গ্রেফতার পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। এও গুঞ্জন চাউর হয়ে গিয়েছিল যে তদানীন্তন তৃণমূলের এক প্রবীণ সেকেন্ড ইন কমান্ডের কাছে নাকি পূর্ব পরিকল্পনা মতো অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে ছিলেন উক্ত সারদা কর্তা। তাতে রোগীর বদলে ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কাশ্মীর যাওয়ার আগে সুদীপ্ত সেন নিজের কাছে যাবতীয় গচ্ছিত জনমানসের আমানতের সেই টাকাই দিয়ে যান সেই নেতাকে ভরসা করে। মানুষের স্মৃতিতে সম্প্রতি অনেকটাই অপান্তেয় হয়ে যাওয়া সেই নেতা ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে আদতে কি করলেন তার হদিশ নিতে গিয়েই একদা তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের থিঙ্কট্যাঙ্কে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এরপরেই এই গ্রেফতারি অনেকটা স্ক্রিপটেড নাটকে পরিণত হয়েছিল, এমনটাই তখন অনেকেই মনে করতেন। কারণ বিভিন্ন চিটফান্ড ইস্যুকে কেন্দ্র রাজ্যবাসীর মধ্যে সরকারের বিরোধী মনোভাব তুঙ্গে উঠেছিল। সেই আক্রোশকে ধামাচাপা দিতে শাসক নেতৃত্বের কাছে এদের দুজনকে গ্রেফতার করাটা অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতোই অতি প্রাসঙ্গিকতার রূপ নেয়।

উল্লেখ্য, এই সারদা গ্রুপের রাম রাজত্ব কিন্তু শুরু হয়েছিল সিপিএমের জানাতেই। সেই সময় সিপিএমের মুখপত্র থেকে রাজ্যের অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদ মাধ্যম গোষ্ঠীকে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো সারদার তরফে। মজার বিষয় হলো তখনও সবাই কিন্তু জানতেন জনগণের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা অর্থই তারাও হাত পেতে গ্রহণ করতো বিজ্ঞাপনের ব-কলমে। যেমনটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিও কিন্তু তদানীন্তন সময়ে চড়া দামে কিনতেন এহেন চিটফান্ড কারবারীরা। এমনকি সেই ছবি বিক্রির নায্য করের টাকা সরকারি কোষাগারে সঠিক পন্থায় জমা আদৌ পড়েছিল কিনা তা নিয়েও খোলা বাজারে কম বিতর্ক ওঠেনি। এছাড়া বহুল সমালোচিত ডেলোর বৈঠক নিয়ে বহু ফিসফিস আজও ভূত তাড়ানোর মতো তৃণমূলকে মাঝেমধ্যেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ফলে রাজ্যে প্রশাসনিক চূড়া থেকে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী সিপিএম সহ স্থানীয় সিংহভাগ প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যমগুলো চা খাওয়ার আদলে সারদাকে পরখ করতে যে কেউ কসুর করেনি তা এই বাংলার বিভিন্ন অলিতে গলিতে একসময়ের অন্যতম খিল্লির কারন হয়ে উঠেছিল। সুতরাং চা খেয়ে কাপটি ফেলার দায় কিন্তু অনেকেরই গায়ে ব্ল্যাকস্পষ্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে সারদাকে কেন্দ্র করে।

প্রাথমিক ভাবে ২০১৩ সালে তিনটে মামলা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করে হেয়ার স্ট্রিট থানা। তাতে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ রুজু হয়। পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারের তরফেও দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। একে একে ইডি, সিবিআই ও সেবিও মামলা ঠোকে সারদার দ্বিজ শিরোমণির বিপক্ষে। তারপর সারা রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের হলে প্রায় দুশোটি মামলা চলতে থাকে এই সারদা কর্তাদের নিশানা বানিয়ে। সেই গ্রেফতারির সময়কাল থেকে তাঁরা আজও জেলবন্দি। কারণ ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর হয়ে এসেছে দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ নানা মামলার দুর্বিপাকে।

এ পর্যন্ত সবকিছুই জনগণের গা সাওয়া হয়ে গেলেও আচমকা পট বদল ঘটে যায় গত ১৯ আগস্ট। হেয়ার স্ট্রিট থানার দায়ের করা প্রথম তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে যান সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়। যদিও অন্যান্য মামলায় জামিন এখনও না মেলায় তাঁদের এখনই কারাগারবাস মুক্তি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। একইসঙ্গে এটাও আদালতে প্রমাণিত যে সংবিধানের ৪২০ ও ৪০৬ ধারা অনুসারিত ওই তিনটি মামলায় প্রসিকিউশনের তরফে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি দাখিল করা এযাবৎ সম্ভবপর হয়নি। ফলে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এই রায় সম্পর্কে অনেকেই কিন্তু সহমত পোষণ করেননি। তা হাটে ঘাটে বাজারে একটু কান পাতলেই এই নির্দেশ সম্পর্কে বহুবিধ বচন কানে আসে। এমনকি তদন্তকারী পুলিশ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী তিন সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলায় প্রকৃত তথ্য যোগানের ক্ষেত্রে কতটা সদর্থক ভূমিকা পালন করা হয়েছিল তা নিয়েও সম্প্রতি বহুজন প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তবে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এই রায় সম্পর্কে রাজ্য জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন বিতর্কের আবহ। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ অবস্থান রয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? কাকস্য পরিবেদনা। কি ভয়ঙ্কর দমবন্ধ করা পরিণতি এই আইনি অনুশাসনের। আদালতের পর্যবেক্ষণে অভিযুক্ত নির্দোষ। কিন্তু এই নির্দোষ প্রমাণিত হতে সময় লাগলো কত? নয় নয় করে টানা বারোটা বছর। সুতরাং এই মামলার বিচারের অধীনে তাঁরা কারাবাস করলেন কতদিন? উত্তর একটাই, একটানা এক যুগ। অথচ রাষ্ট্রীয় আদালতের চোখে তাঁরা নির্দোষ। কি আশ্চর্য তাই না?

সবশেষে একটা অতি স্পর্শকাতর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য তুলে ধরা যাক। বক্তব্যটি দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের মা শর্বরীদেবীর। তিনি কিছুটা শ্লেষের সুরেই বলে ওঠেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নির্দেশ প্রকাশিত হবার পরপরেই, আমার মেয়ের বিচার ব্যবস্থার উপর এখনও পূর্ণ আস্থা রাখেন। তাই এই নিয়ে মেয়ে একটি কথাও কখনও উচ্চারণ করেনি। আদালতের এই রায় প্রমাণ করে যে দেবযানী নিরাপরাধ। তাহলে সারদায় জমে থাকা মানুষের এই আমানতের টাকা কে বা কারা হজম করলো? কেউ কি ব্যক্তি বিশেষে নাকি দলগত ভাবে ওই অর্থ গায়েব করলো? যাঁরা অন্তরালে থেকে টাকা চৌপট করলো তাঁদের বিরুদ্ধে আর কবে বিচার শুরু হবে? ওই অর্থ কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? আমানতকারীরা তাঁদের জমাকৃত অর্থ কি আদৌ ফিরে পাবে? এখানে একটা গানের কলি খুব মনে আসে, তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় যেভাবে কাজ করছেন সাংবাদিকরা

বিশেষ প্রতিনিধি: 'কখনো কল্পনাও করিনি যে আমি তাঁবুতে থাকব, সেখানে কাজ করব। জল ও বাথরুমের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে আমাকে বঞ্চিত থাকতে হবে। এটা (তাঁবু) গ্রীষ্মকালে গ্রিনহাউসের মতো এবং শীতকালে রেফ্রিজারেটরের মতো কাজ করে,' বিবিসিকে বলেছেন সাংবাদিক আবদুল্লাহ মিকদাদ। গাজা উপত্যকায় সাংবাদিকরা বিভিন্ন হাসপাতালের আশেপাশে কাপড় এবং প্লাস্টিকে মোড়া তাঁবুতে কাজ করেন এবং সেখানেই ঘুমান।

কাজের জন্য সারাক্ষণ বিদ্যুৎ এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের প্রয়োজন হয় সাংবাদিকদের। অথচ গাজায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তাই হাসপাতালের কাছাকাছি থাকতে বাধ্য হন তারা, যেখানে জেনারেটর এখনো কাজ করছে। সেখানে নিজেদের ফোন এবং সরঞ্জাম চার্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পান তারা।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো খবরের জন্য গাজার স্থানীয় সাংবাদিকদের ওপর নির্ভর করে। শত অসুবিধা সত্ত্বেও গাজা উপত্যকা থেকে চলমান সংঘর্ষের খবর সংগ্রহ করেন সাংবাদিকরা।তবে অনেক সময় সংগ্রহ করা তথ্য বা তাদের তোলা ছবি ও ভিডিও হাসপাতাল লাগোয়া তাঁবুতে না ফেরা পর্যন্ত পাঠাতে পারেন না তারা। কারণ একমাত্র সেখানে পৌঁছালে তবেই বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস রয়েছে।

সাংবাদিক হানীন হামদৌনা বিভিন্ন সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, 'হাসপাতালের কাছে থাকলে আমাদের কভারেজ দ্রুততা পায়। আমরা আহত ও মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে, সরাসরি জানতে পারি। সাক্ষাৎকারের জন্যও সরাসরি অ্যাক্সেস পাই।'

তবে, হাসপাতালের কাছাকাছি থাকা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। এমনকি তাদের পেশাদার মর্যাদাও নিশ্চিত করে না।অথচ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সাংবাদিকদের সুরক্ষা পাওয়ার কথা। 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েল-গাজা সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে শুধু গাজাতেই ১৮৯ জন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। এই সংখ্যাটা গত তিন বছরে বিশ্বব্যাপী মোট সাংবাদিক হতাহতের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

প্রায় দুই বছর ধরে গাজায় ক্রমাগত হত্যা, ক্ষুধা, ভয় এবং বাস্তুচ্যুতির পরেও গণমাধ্যমের কভারেজের বিষয়ে চাহিদা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে এবং সাংবাদিকরাও অবিরাম কাজ করে ক্লান্ত।

তাই গাজায় তরুণদের কাছে সাংবাদিক এবং চিত্রসাংবাদিকদের কাছে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এর আগে কখনো সাংবাদিকতা করেননি। কোনো কোনো সাংবাদিক স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ও এককভাবে কাজ করেন। কিন্তু অনেক সাংবাদিককেই অস্থায়ী বা অ্যাডহক চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়।

এর মানে হলো, তাদের কাজে স্থিতিশীলতা নেই এবং তারা যে সুরক্ষা, বীমার মতো সুরক্ষা এবং অর্থ পান, তাও নির্দিষ্ট নয়।

সেনাবাহিনী যে সাংবাদিকদের নিশানা করে সেই অভিযোগ বারবার অস্বীকার করে এসেছে ইসরায়েল।

তবে, ১০ অগাস্ট গাজায় আল জাজিরার সংবাদদাতা আনস আল-শরিফকে তার গণমাধ্যমের জন্য ব্যবহৃত তাঁবুতে হত্যার দায় তারা স্বীকার করেছে, সেখানে চালানো সরাসরি হামলায় আরও পাঁচজন সাংবাদিক এবং একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী পাল্টা অভিযোগ তুলে দাবি করেছিল, তিনি হামাসের একটা সন্ত্রাসী সেলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জীবীত অবস্থায় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন আনস আল-শরিফ।

সিপিজের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে ইসরায়েল। সিপিজে-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জোডি গিন্সবার্গ বিবিসিকে বলেন, ইসরায়েলের এই প্রবণতা আগেও দেখেছি-শুধু এই যুদ্ধে নয় পূর্ববর্তী দশকেও এমনটাই দেখা গিয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে সাংবাদিকের মৃত্যু হয় আর তারপর ইসরায়েল দাবি করে তারা সন্ত্রাসী। ছিলেন। কিন্তু সেই দাবির স্বপক্ষে তারা খুব কম প্রমাণই দিতে পারে।'

চরম ক্ষুধার শিকার কিন্তু সাংবাদিকরাও।ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্ট আহমেদ জালালের কথায়, 'একটা কর্মদিবসে আপনি যা খেতে পান তা হলো, এক কাপ কফির সঙ্গে ছোলা মিশিয়ে, অথবা মিষ্টি ছাড়া এক গ্লাস চা।'

সাংবাদিকরা জানান, ক্যামেরার সামনে ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত মনোযোগী, মানসিকভাবে সজাগ থাকতে হয় এবং চটপটে হতে হয়। তবে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল চারপাশে যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা।'

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

২৮-এর পরীক্ষা

একসঙ্গে তিনজন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসন পরীক্ষা দিল ২৮ আগস্ট, ২০২৫। ফুল মার্কস পেয়ে র‍্যাঙ্ক করলো সিইউ। পাশাপাশি ডিস্টিংসন পেয়ে বেঁচে গেল বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসন। ১৮৩৩ সালের ২৮ আগস্ট দাসত্ব বিলোপ আইন রাজকীয় সম্মতি লাভ করে, যার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্যতিক্রম ছাড়া দাসদের ক্রয় বা মালিকানা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। দাসত্ব বিলোপের এই দিনটাও বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত। এত হতাশার মাঝে অনেকদিন পর মনে হল সবটুকু আশা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

রুদ্র নির্ঘোষ

দেবতাকে কাছে পাবে বলে প্রাণের আকুলতায় ও কঠোর পরিশ্রমে যে সব দেবভূমিকে সুগম করছিল মানুষ প্রকৃতির রুদ্ররোষে ফের দুর্গম হয়ে পড়ছে সে সব দেবস্থান। কখনও মেঘভাঙা বৃষ্টির বিপুল জলরাশি কখনও পর্বত ধস কি বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষের বয়ে আনা পাপরাশি থেকে দূরে থাকতে চাইছে দেবভূমি। তা না হলে প্রকৃতি কেন কেড়ে নেবে চারধামের রাস্তা, বৈষ্ণোদেবী যাওয়ার পথ। তবে সাধু-সন্তদের স্থানে কি সাধারণ মানবের নো এন্ট্রি। রোষ একদিন শান্ত হবে, ঝড় থেমে যাবে। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে আমাদের।

হেরিটেজ ট্র্যাঙ্গেল

কলকাতার বারোয়ারি দুর্গাপুজো এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এ তকমা মর্যাদার। সেই দুর্গাপুজোয় ইচ্ছামত অনুদান দেয় সরকার। নেয় বাংলার ক্লাব সংগঠন। আর সেই অনুদান সংবিধান মতে বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ তা বিচার করে আদালত। এই ত্রিভুজের বাইরে পড়ে থাকে যার পকেটের টাকা দেওয়া হয় সেই জনগণের মতামত। এটাই নাকি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র! যাই হোক, এবার জানা গেল প্রায় সব অনুদান প্রাপক নাকি হিসাব দেয়। তাহলে সে হিসাব জনসমক্ষে আসবে কবে? এই হেরিটেজের আদৌ মর্যাদা রক্ষা হবে কি? জনতা কবে এসব উত্তর পাবে।

দুষ্টের ছল

ভারত তেল কিনছে বলে রাশিয়া লাভের অর্থে চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনের উপর আক্রমণ। তাই ভারতকে টাইট দিতে চাপানো হচ্ছে শুল্ক। আবার ভারতীয় মেধাকে আমেরিকা থেকে ছেঁটে ফেলতে চলছে পরিকল্পনা। এসব কে করছেন? ডলার ছাপিয়ে সারা পৃথিবী থেকে মাল কিনে আর মেধা ভাড়া করে চলা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আসলে যেটা তিনি বলতে পারছেন না সেটা হল, অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠা ভারতকে আটকাতে হবে। আবার যুদ্ধটা না থামায় নোবেলটাও হাতছাড়া। প্রবাদ আছে, দুষ্টের ছলের অভাব হয় না।

লুপ্তপ্রায় ন্যাদোস মাছ ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর গ্রাম। অধিকাংশ তপশিলী জাতি ও উপজাতি পরিবারের বসবাস। সুন্দরবনের এক ফসলি জমিতে কোন রকমে চাষাবাদ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। বিকল্প আয়ের কোন পথ নেই বললেই চলে। এমন অবস্থায় এলাকার মানুষজন অনেকেই ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এমন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এলাকার মানুষজনদেরকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার অনন্য প্রয়াস সৃষ্টি করেছে স্থানীয় জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। প্রতিনিয়ত এলাকার পুরুষ মহিলাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় আড়াই দশক ধরে। হাজার হাজার পরিবার স্বনির্ভরতা অবলম্বন করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেছেন। এমন কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত সুস্বাদু হারিয়ে যাওয়া ন্যাদোস মাছ। সরলা, পুঁটি, কই, ট্যাংরা, মাগুর মাছকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করলো। সেখানে মৎস্য বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবোধানে এলাকার মাছ চাষীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে চাষীরা যাতে ন্যাদোস মাছ চাষে উদ্যোগী হয় সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য এছাড়াও এলাকার চাষীরা বিকল্প আয়ের জন্য যাতে দেশীয় রুই কাতলা চাষে উদ্যোগ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ভাবে বিকশিত হয় তার জন্য সংস্থার তরফে এক দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এলাকার ৫৫০ মাছ চাষীকে। যাঁদের মধ্যে ৩৫০ জন তপশিলী উপজাতি এবং ২০০ জন তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের। প্রশিক্ষণ শেষে বৃহস্পতিবার বিকালে ৫৫০ চাষীর হাতে ৬ কেজি মাছের চারা ও দুবস্তা করে খাবার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সিআইএফআরআই এর সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ প্রণয় পড়িয়া, ডঃ দিবাকর ভক্ত, ন্যাদোস মাছ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ডঃ সুমন কুমারী, বিজ্ঞানী ডঃ লিয়ন থম লুইয়ার, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের মূখ্য অধিকর্তা বিশ্বজিত মহাকুড় সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

মাছের চারা বিতরণ শেষে বিশ্বজিত মহাকুড় জানিয়েছেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য তপশিলী জাতি উপজাতি সহ দরিদ্র মানুষজনদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। পাশাপাশি অভয় পুকুরের মধ্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার বিস্তার ঘটিয়ে পুণরায় ফিরিয়ে আনাই একমাত্র লক্ষ্য।'

বেহাল বাখরাহাট–রায়পুর মোড়,নাজেহাল জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের রায়পুর মোড় একটি জনবহুল এলাকা। এই তেমাথা মোড় দিয়ে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষরা ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনই এই মোড় দিয়ে বাখরাহাট বাজার সহ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন। বর্তমানে রায়পুর মোড়ের বেহাল অবস্থায় জেরবার জনগণ। রায়পুর মোড় থেকে ডানদিকে যে রাস্তাটা চড়িয়ালের দিকে চলে গেছে তার মুখেই জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু জল জমে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই জল জমে থাকছে। রাস্তার দুদিকে প্রচুর অটো ভ্যান টোটো দাঁড়িয়ে থাকে যার ফলে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না। যখন তখন যানজট লেগে যাচ্ছে। তার উপর রায়পুর মোড় থেকে উঠেই বাঁদিকে কলকাতার দিকে যে রাস্তা সেখানকার অবস্থাও খুবই খারাপ। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত হয়েছে এবং তাতে বর্তমানে বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। নিত্যযাত্রীদের দাবি অটোগুলিকে রাস্তায় না দাঁড় করিয়ে কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। অবিলম্বে রায়পুর মোড়ের বেহাল রাস্তার সংস্কার করা হোক। বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসন জেলা প্রশাসনকে খুব শীঘ্রই আবেদন জানাবো। যাতে এই জনবহুল বাখরাহাট রায়পুর মোড়ের সংস্কার করা হয়।। সেই সঙ্গে এও বলবো বিবিরহাট মোড় কে যেমনভাবে সংস্কার করা হয়েছে তেমন ভাবেই রায়পুর মোড়কে সংস্কার করা হোক কারণ বিবিরহাট মোড়ের থেকেও বাখরাহাট রায়পুর মোড় আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, 'সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা দিন দিন অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। আমি বিষয়টি দেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাবো এবং যাতে পূজার আগে রায়পুর মোড়ের সংস্কার করা হয় সে ব্যাপারটাও দেখবো।'

ছবি : অরুণ লোধ

হতে চলেছে শাঁখের করাত!

প্রথম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টের ২ বিচারপতির বেঞ্চ কড়া সমালোচনা করেছে এসএসসিকে। তারা নাকি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এসএসসির যে নতুন নিয়োগ করার জন্য পরীক্ষা হতে চলেছে। কোনভাবেই যাতে অযোগ্য প্রার্থীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারে সেদিকে এসএসসিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই জন্যেই অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল এসএসসি কি সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ কার্যকর করতে পারবে? অথচ সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ তো দিল না যে যতদিন না অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ হচ্ছে ততদিন পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। পরীক্ষাও চলবে আবার অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ও প্রকাশ করতে হবে এ কি ধরনের নির্দেশ তা অনেক ভেবেই অবাক হচ্ছেন। অভিজ্ঞমহল বলছে যে এসএসসি এই মুহূর্তে তালিকা প্রকাশ করতে পারবে না। সূত্রের খবর অনেক অযোগ্য প্রার্থীও এই নতুন যে পরীক্ষা হতে চলেছে তাতে অংশগ্রহণ করতে চলেছে। এরপর যখন ফল প্রকাশ হবে তখন যোগ্য প্রার্থীরা যদি কেউ বাদ পড়ে তাদের মধ্যে কেউ আবার মামলা ঠুকে দেবে। অযোগ্য প্রার্থীরা যদি অংশগ্রহণ করে থাকে আবার নিয়োগ পরীক্ষা থমকে যাবে। অনেকে আবার বলছেন রাজ্য সরকার আদৌ চাকরি হোক এটা ভেতর থেকে চাইছে না। কারণ এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের কোষাগারের অবস্থাও খুবই খারাপ।। পরীক্ষার পর যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া ভেস্তে যায় রাজ্য সরকার এই অজুহাত তুলবে যে দেখুন আমরা চাকরি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আবার বিরোধীরা বা যোগ্য প্রার্থীরা মামলা করে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আটকে দিয়েছে। আমাদের কি দোষ? এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের রাজ্য সরকার তথা এসএসসি। এখন দেখার শেষমেশ নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া যেটা আগের সংখ্যায় লিখেছিলাম 'ঘেঁটে আবার ঘ হয়ে যাবে না তো!'

দুই বর্ধমানে একাধিক স্কুল বেহাল

প্রথম পাতার পর

এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ১ ব্লকের বাঘাড় ১ পঞ্চায়েতের জিয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীনই ছাদের একাংশ থেকে কংক্রিটের চাঙড় ভেঙে পড়ে। বিপজ্জনক এই ঘটনায় শিক্ষক সহ পড়ুয়াদের শারীরিক কোনও ক্ষতি না হলেও মানসিকভাবে সকলেই অত্যন্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। এবিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে তড়িঘড়ি রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই জেলারই মন্তেশ্বর থানার ঈশনা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে তিনি পড়ুয়াদের নিয়মিত মিডডে মিলের বাজার করতে পাঠান। এই অভিযোগেরও তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। তবে, পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া ব্লকের বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তা এককথায় অত্যন্ত ঘৃণ্যতর। ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ, তিনি পড়ুয়াদের মিডডে মিলের জন্য বাসি পচা মুরগির মাংস কিনে এনে তা নিজে হাতেই রান্না করেন এবং সেই মাংস খাওয়ার পর অসংখ্য পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ওই ঘটনায় অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষককেকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভও দেখান। সেদিনের তুমুল পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এব্যাপারে বিডিও জামুড়িয়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে যথাবিহিত রিপোর্ট চেয়েছেন। আরও অনেক স্কুল রয়েছে যেগুলি এই ধরনের বেনিয়ম, অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন চলছে। যদিও স্থানীয় নানাবিধ অসুবিধার কারণে সেগুলির নাম অভিযোগের আকারে সামনে আসে না। তবে, জাতির ভবিষ্যৎ যদি সার্বিকভাবে সুরক্ষিতি না থাকে দেশ বিপন্ন হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এই সহজ সত্যটা জাতির মেরুদণ্ড অনুধাবন করতে পারছে কি?

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়

৬) হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামে এসএমএস পাঠিয়ে বাড়িতে বসেই লোভনীয় কাজের অফার দেওয়া, অনলাইনে কিছু লিংক পাঠানো, ২৫/৩৫% সুদের নতুন প্রতিশ্রুতি এইসব জালিয়াতিদের পাতা ফাঁদে একদম সাড়া দেবেন না। মনে রাখবেন এই ভাবে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কোনো বিনিয়োগ বা চাকরির কথা কোনো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কখনো বলে না। যদি টাকা রাখতেই হয় শুধুমাত্র ব্যাংক, পোস্ট অফিস বা আরবিআই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানেই রাখুন। এখন অনলাইনে অনেক অ্যাপের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্ট লোনের কথা বলে নানারকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের অ্যাপগুলো আপনার স্মার্ট ফোনে বা ল্যাপটপে ডাউনলোড লোড না করাই ভালো। প্রয়োজনে সেই অ্যাপ বা বিজ্ঞাপন সংস্থা সম্মন্ধে জানতে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখে নিন।

৭) হঠাৎ করে কোনো অচেনা অজানা হোয়াটস্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে কেউ আপনাকে যুক্ত করলে দ্রুত সেই গ্রুপ পরিত্যাগ করুন।

৮) অনেক ক্ষেত্রে নানা অ্যাপের মাধ্যমে ফিঙ্গার প্রিন্ট, আধারকার্ড, প্যান কার্ড নম্বরের মতো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য হাতানো হতে পারে, যার মাধ্যমে দূর থেকে আপনার গ্যাজেট দখল করে আপনার আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। ভালো করে দেখুন আপনি কোনো রিমোট অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন কিনা।

৯) এটিএম থেকে টাকা উইথড্র করতে গেলে প্রথমে লগ ইন করে টাকা তুলেই লগ আউট করুন। কি করে করবেন জানতে গুগলে ইউআইডিএআই বা এম আধার–এ ক্লিক করলেই সব নিয়ম জানা যায়। আর্থিক কোনো ক্ষতি বা হুমকির কোনো ফোন, এসএমএস এলে বা সেই রকম কোনো সমস্যা হলেই ১৯৩০ নম্বরে (ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম হেল্প লাইন) ফোন করে জানান। কখনও ওটিপি কাউকে জানাবেন না। সোজা কথা আধারের মাধ্যমে অর্থ প্রদান না জেনে এটিএম ব্যবহার করা উচিৎ নয়। মনে রাখবেন বায়োমেট্রিক আধার ও আধার এই দুটি এক না হলে আপনার টাকা কেউ জালিয়াতি করে তুলতেই পারবে না।

১০) সঠিক মানুষকে চেনার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট, ফেসিয়াল, ভয়েস, পালম, আইরিশ মানে চোখের মনি নেওয়া হয়। বিশেষত পাসপোর্টের ক্ষেত্রে, কিন্তু এটিএম এর ক্ষেত্রে শুধু আপনার হাতের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়ে থাকে। এই আঙুলের ছাপ আপনি যখন সিম কার্ড, দলিল, জমি কেনা বেচা বা কোনো হোটেলে ঘর নিতে গেলে আজ কাল আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে, জালিয়াতরা এইসব জায়গা থেকে যে কোনোভাবেই হোক কিছু কিছু সংগ্রহ করে নিতে পারছে। মনে রাখবেন সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হোটেল বা অন্য জায়গায় যেখানে সেখানে আপনি আপনার আধার কার্ড জেরক্স করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য নয়, বড়োজোর দেখাতে পারেন।

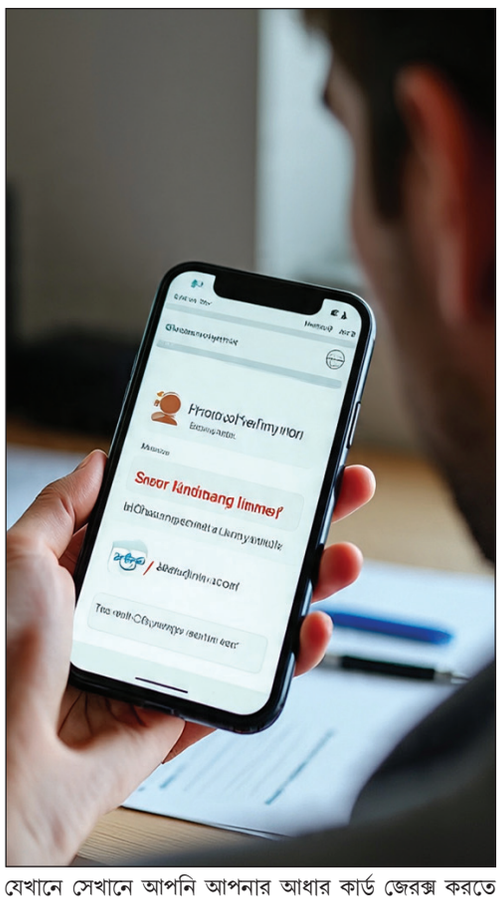

(সমাপ্ত)

প্যাসেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলের হাওড়া কাটোয়া লাইনের ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখার যাত্রী সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন হবে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর হুগলীর সোমড়া বাজার রেল স্টেশন ও সোমড়া গণবানী হলে। এই উপলক্ষে একটি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে এই শাখায় কাটোয়া শিয়ালদহ এবং বিকালে শিয়ালদহ কাটোয়া ট্রেন চালু এই শাখায় রেল ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হকার, ভেন্ডার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের রুটি রোজগারের বিষয় সুনিশ্চিত করা রেল যাত্রী, হকার বা অন্যান্যদের উপর পুলিশি বা রেল কর্তৃপক্ষের অযথা হয়রানী বন্ধ করা সহ ১৩ দফা দাবি নিয়ে তাদের আগামী লড়াই আন্দোলন কর্মসূচী। এই উপলক্ষে গঠিত উৎসব কমিটি এই লাইনের সমস্ত স্টেশনগুলিতে জোরালো প্রচার কর্মসূচি চলছে। কমিটির পক্ষ থেকে আদিত্য পাল ও রবীন্দ্র নাথ দাস জানান, ব্যান্ডেল কাটোয়া সুবার্বন শাখা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত প্রতিনিয়ত যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সেই ভাবে সামগ্রিক পরিষেবা উন্নতি হয়নি। তাই এই সংগঠন দীর্ঘদিন লড়াই আন্দোলন করছে ও আগামীদিনে যাত্রী সুবিদার্থে ট্রেন সহ সব ধরনের যাত্রী পরিষেবা দিতে হবে।আগামী ৪ সেপ্টেম্বর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন উপলক্ষে সারাদিন কর্মসূচি রাখা হয়েছে সারাদিন সংঘঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও বসে আকো প্রতিযোগিতা, বৃক্ষ রোপণ, বৃক্ষদান, সকলের জন্য চক্ষু পরীক্ষা শিবির চলবে।

সমাধান হল না রাস্তার

প্রথম পাতার পর

রাস্তাটি সংস্কার হলে উপকৃত হবেন বেতনা নদীর দুই পাড়ের অগণিত মানুষ, যারা নিত্যদিন হাট বাজার, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয়, সরকারি দপ্তর, মন্দির ও ৩টি বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করেন। অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এই এলাকা আজও অবহেলিত। অভিযোগ, দ্রুত সংস্কারের জন্য স্থানীয় তিনটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা একাধিকবার পুলিশ সুপারিশ করলেও কাজের হদিস মেলেনি।

স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন হাজার হাজার মানুষের স্বার্থ কি বিশেষ কারো স্বার্থ রক্ষার জন্য বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে? এ প্রসঙ্গে ৭৭ নম্বর পার্টের বাসিন্দা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক উত্তম সাহা বলেন আমাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার মতো কোনো পথ নেই, পুরাতন হাসপাতালের পতিত জমি দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কোনদিন হাসপাতালে সীমানার প্রাচীর তৈরি হলে আমরা পুরোপুরি পথহীন হয়ে পড়ব। এই রাস্তার দাবী নিয়ে ভয় কেউ মুখ খোলে না। ১৩ বছর যাবৎ বিশিষ্ট জনদের সুপারিশ সমৃদ্ধ আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে আসছি আমরা কিন্তু কোন ফল হয়নি। ভেবেছিলাম আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে নিশ্চয়ই সুরাহা হবে। সেখানে রাস্তায় পরিবর্তে স্থান পেয়েছে ড্রেন। জানি, এই সত্যটা বলার অপরাধে আবারও আমার ওপর নেমে আসবে অবর্ণনীয় অত্যাচার। তবুও দেওয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে আমার। জীবনের এই অন্তিম লগ্নে চাওয়া পাওয়া এই একটাই– হয় রাস্তা ঠিক হোক না হলে আমাকে মেরে ফেলুক। স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ সাহা বলেন, এই রাস্তাটা চালু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ কেন এতদিন ধরে সংস্কারের বিলম্ব হচ্ছে, তার উত্তর কেউ দিচ্ছে না। পঞ্চায়েত সদস্যা স্মৃতিকণা রায়ও স্বীকার করেছেন রাস্তাটির গুরুত্ব। তিনি বলেন, রাস্তাটি শুধু আমাদের পার্টের নয়। আমাদের নিজের পাড়ারও রাস্তার কাজ হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।

গ্রামবাসীদের শেষ ভরসা ছিল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কিন্তু সরকারি উদ্যোগের অনুপস্থিতি এবং বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতির খেলায় ৭৭ নম্বর পার্টির মানুষের মধ্যে এখন শুধুই হতাশার ছায়া।

পর্যটন কেন্দ্রে প্লাস্টিক দূষণ

প্রথম পাতার পর

পর্যটকদের ফেলা প্লাস্টিক সামগ্রী থেকে থেকে দূষিত হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ঘেরা সবুজ জঙ্গল ও নদীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের জলের বোতল, থার্মোকলের থালা যেমন পরিবেশ দূষিত করে তেমনই এমন বহু জিনিসপত্র সরকারের তরফে বর্জন করার নির্দেশ থাকলেও নজরদারির অভাবে তা সঠিক ভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সুন্দরবনের সবুজ ম্যানগোভ ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে ও নদীতে নিষিদ্ধ জিনিসপত্র যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। এর ফলে সুন্দরবনের মনোরম পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে মনে করছেন পরিবেশ কর্মীরা। পরিবেশ কর্মীদের মতে,'আমরা যদি আমাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক কিংবা বজ্র পদার্থগুলি ভ্যাটে কিংবা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখি তাহলে এই পর্যটন কেন্দ্রের পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব।' এ ব্যাপারে স্থানীয় গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিনতা হালদার, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার ও কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ বলেন 'আমরা যথাযথ ব্যবস্থা তড়িঘড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডলের হাত ধরে নতুন ভাবে সেজে উঠেছে এই পর্যটন কেন্দ্র কৈখালি। তাই আমরা এই পর্যটন কেন্দ্রকে বাঁচাতে সবরকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

নোদাখালি নতুন রাস্তা রানিয়া রোডে অবস্থিত / স্বাস্থ্য সাথী মান্যতা প্রাপ্ত, সরকার অনুমোদিত

অমলা নার্সিংহোম

নিবেদিত

আলিপুর বার্তা

শারদ সম্মান–২০২৫

আলিপুর সদর মহাকুমায় শ্রেষ্ঠ শারদ উৎসবগুলিকে

এ বছরও মহাসপ্তমীর দিন সম্মানিত করা হবে।

যোগাযোগ ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

উত্তরের আঙিনায়

নিকাশী নির্মানের শিলান্যাস

জয়ন্ত চক্রবর্তী : শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৪টি রাস্তার পার্শ্ববর্তী ড্রেন নির্মাণের জন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ১,৩৯,৯৪,১১০.০০ টাকা বরাদ্দে নির্মাণ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ৩ নম্বর বোরো চেয়ারপার্সন মিলি সিনহা ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজয় ঘটে সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দরা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ ২৭ আগষ্ট শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২নং ওয়ার্ডের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি(সুডা)– র যৌথ উদ্যোগে ৪৭.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার মেয়র পরিষদ সদস্য কাউন্সিলর ও আধিকারিকরা।

ব্রাউন সুগার সমেত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়সড় সাফল্যের মুখ দেখলো নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। মোর বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় অন্তত পক্ষে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ঘটনায় একজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ধৃতের নাম সুকুমার সূত্রধর, শিলিগুড়ির শান্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ২৩ আগস্ট গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। কালিয়াচক থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় হাত বদল করার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্তর। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অন্যতম বার্ষিক কর্মসূচি

পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা

আগামী নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে

বিভিন্ন জেলায় এবং কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে

সম্ভাব্য স্থান

জেলা : কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, আসানসোল, চন্দননগর, মেদিনীপুর, সাঁওতালডি, পানিহাটি, জয়নগর

কলকাতা : রবীন্দ্রসদন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রতীর্থ (নিউ টাউন), একতারা মুক্তমঞ্চ, তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহ

কলকাতার ক্ষেত্রে মঞ্চনাটক ছাড়াও পথনাটক (সর্বাধিক ১০ জনের দল), অন্তরঙ্গ নাটক (সর্বাধিক ১০ জনের দল), পুতুল নাটক (সর্বাধিক ১০ জনের দল), মূকাভিনয় (একক শিল্পী বিবেচ্য নয়) এবং অণুনাটক (সর্বাধিক ১০ জন) আবেদন করতে পারবে।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন জানানো যাবে। সকল তথ্য বিস্তারিত জানবার জন্য https://pbna.wbicad.in ওয়েবসাইট দেখা আবশ্যক।

সচিব

যোগাযোগ: (০৩৩) ২২২৩-১১৩২ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

১৪১টি ওয়ার্ডে জমির নয়া বেস ভ্যালু নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ১ থেকে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে 'বেস ভ্যালু পুনর্নির্ধারণে নয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে সম্পত্তির সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমের ভিত্তিতে যে বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালু(বিইউএভি) ধার্য হয়েছিল, তার ভিত্তিতে দীর্ঘ ৮ বছর কলকাতাবাসীরা সম্পত্তি কর দিচ্ছিল। কিন্তু কলকাতা পৌর এলাকার বেশ কিছু অঞ্চলে দেখা গেছে বিগত ৭ থেকে ৮ বছরে আগে জমির যা 'ভ্যালুয়েশন ছিল, এখন তা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের দুই ধারে তপসিয়া, ভিআইপি বাজার, মুকুন্দপুর, কালিকাপুর, গড়িয়া, যাদবপুর, কসবা, বেহালার মতো অঞ্চলে বছর ৫ থেকে ৬ আগে এলাকার যা বাজার মূল্য ছিল, এখন তা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে এসব এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এসব এলাকার সম্পত্তি করের জন্য 'বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালু বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই নতুন ভাবে সম্পত্তি করের হার নির্ধারণ করার জন্য একটি নয়া কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

শহরে বাড়ছে শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতা পৌর এলাকার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে (আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং এস এস কে এম : প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল) কলকাতা পৌরসংস্থা 'পে অ্যান্ড ইউজ্ শৌচালয় খুলবে। এরই পাশাপাশি পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের সায়েন্স সিটি থেকে কামালগাজি পর্যন্ত অংশে মোট ৯টি 'পে অ্যান্ড ইউজ্ তৈরি করবে। এর জন্য ই এম বাইপাসের দু"ধারে সরকারি জমি খোঁজার কাজ চলছে। এছাড়াও বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকায় কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য যে ১৭টি শৌচালয় রয়েছে, তারই সঙ্গে কলকাতার উত্তরে বরাহনগর থেকে দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর-জোকা পর্যন্ত অংশে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য আরও 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচালয় তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর এলাকায় এ মুহূর্তে ৪৭৮টি সুলভ শৌচাগার রয়েছে। এই শৌচালয় গুলি বেসরকারি সংস্থার তদারকিতে চলছে।

কলকাতার ১২টি জায়গায় বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকার ১২টি প্রধান মোড়ের ৫০ মিটারের মধ্যে আর কোনও হোর্ডিং বা বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। সম্প্রতি কলকাতা পৌরসংস্থা এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে। ভিড় জমা মোড়গুলিকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এই সিদ্ধান্ত বলে কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন, শহরের কোন কোন ১২টা রাস্তার মোড়? উল্টোডাঙা, শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্ট, রাজাবাজার, মৌলালি, এক্সাইড মোড়, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, গড়িয়াহাট মোড়, গোলপার্ক, হাজরা মোড়, রাসবিহারী মোড় এবং তারাতলা মোড়।

কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলকে 'নো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতার ময়দান চত্বর, পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবর। এরই সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সায়েন্স সিটি মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত বিশ্ব বাংলা সরণি, চিনার পার্ক, ভি আই পি রোড, নিউটাউনের মেজর আর্টেরিয়াল রোড, মা ফ্লাইওভার এবং এ জে সি বসু রোড ধরে ফ্লাইওভার ধরে নবান্ন যাওয়ার রুটের একাংশেও বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না বলে জানা গিয়েছে।

দুর্গোৎসব ও অন্যান্য উৎসবের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, মহালয়ার সাত দিন আগে থেকে বিজয়া দশমীর সাত দিন পর পর্যন্ত শহরে হোর্ডিং বসানো যাবে। আর কালী পুজোর ক্ষেত্রে উৎসবের তিন দিন আগে থেকে পুজোর তিনদিন পর পর্যন্ত এই অনুমতি অর্থাৎ হোর্ডিং বসানো যাবে। তবে ফ্লেক্স ব্যানারের আকার নিয়ন্ত্রণ হবে। আর বিশেষ দ্রষ্টব্য হল, হোর্ডিং বা ব্যানারের নীচে নির্দিষ্ট ক্লাবের নাম লিখে দিতে হবে, যাতে বোঝা যায় বিজ্ঞাপনটি কোন ক্লাবের।

আর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবনের ২৫ মিটারের মধ্যে কোনও হোর্ডিং বসানো যাবে না। ঠিক একই ভাবে মূর্তি, মিনার বা পুরাতাত্ত্বিক স্তম্ভের ১৫ মিটারের মধ্যে এবং ধর্মীয় স্থানগুলির ১০ মিটারের মধ্যে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ থাকছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার দাবি, কলকাতা শহরের আর্থ-সামাজিক কাঠামো মজবুত করা এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরানোই এই নীতির মূল লক্ষ্য। এবার থেকে কলকাতা শহরের রাস্তায় থাকবে শুধুই মনোপলের(এক ধরনের লোহার থাম) বিজ্ঞাপন। এমনই সিদ্ধান্ত কলকাতা পৌরসংস্থার।

কলকাতা পৌরসংস্থার নয়া বিজ্ঞাপন নীতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল, কলকাতা পৌর এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত সংস্থার যেসব বিজ্ঞাপন বসানো হয়, সেগুলি থেকে অর্জিত আয়ের ৫০ শতাংশ এবার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে দিতে হবে। এর ফলে রেল, মেট্রোরেল, জাহাজ পরিবহন মন্ত্রক-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার বিজ্ঞাপন আয়ের একটি বড়ো অংশ কলকাতা পৌরসংস্থার কোষাগারে প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতোদিন পর্যন্ত এই বিজ্ঞাপন গুলো থেকে অর্জিত সমস্ত অর্থ সংশিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থারই ঘরে ঢুকতো। এবার থেকে সেই প্রথার ইতি ঘটতে চলেছে।

নয়া নীতিতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, শহরের যে-কোনও বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা অন্যতম অংশীদার হবে। বর্তমান শহরে যেসব হোর্ডিং এখনও কলকাতা পৌরসংস্থার আওতার বাইরে রয়েছে, সেগুলোর কাঠামো এবার কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণে আসবে। পাশাপাশি, কলকাতা পৌরসংস্থা এবার থেকে সমস্ত বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ধাপে ধাপে 'মনোপলি ভিত্তিতে পরিচালনার পরিকল্পনা নিচ্ছে। তবে এই 'মনোপলি ব্যবস্থা কেমন হবে, তা কলকাতা পৌরসংস্থাই নির্ধারণ করবে। কিছু হোর্ডিং ডিজিটাল রূপে রূপান্তরিত করা হবে।

সব আবেদন কেএমসিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও মানবিক ভাতার জন্য কলকাতা পৌর এলাকার বাসিন্দাদের কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের বিশেষ সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ ২২ জুলাই এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এতো দিন যাবৎ এই তিন ভাতা পেতে কলকাতাবাসীদের প্রথমে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দপ্তরে আবেদন করতে হত। পরে সেই আবেদনপত্র আবার রাজ্য সরকারের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরে পাঠানো হত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া বেশ লম্বা ছিল। এর জেরে ভাতা পেতে অনেকেই ভোগান্তির শিকার হন। এবার সেই ভোগান্তির দিন শেষ। এখন থেকে সরাসরি কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষের কাছে ভাতার জন্য আবেদন করলেই চলবে। এতদিন বার্ধক্য ভাতার আবেদনের জন্য কলকাতা পৌর এলাকার বাসিন্দাদের বিধাননগরের পূর্ত ভবনের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অফিসে যেতে হত। আর সেখানে যেতে হবেন না। কলকাতা পৌরসংস্থাতেই বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করা যাবে।

পৌরসংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতাবাসী যাতে দ্রুত বার্ধক্য ভাতা পেতে পারে, সেজন্য আবেদনপত্র জমা নিতে ও কার্যকর করতে পৌর মহাধ্যক্ষ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ১৬টি বরো অফিস এবং ওয়ার্ড অফিসগুলিকে কাজে লাগাতে চান। সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, এতদিন বার্ধক্য ভাতা পেতে আবেদন করতে প্রবীণ নাগরিকদের বিধাননগরের পূর্ত ভবনে ছুটতে হত। আবার কিছু ক্ষেত্রে একাধিক বার তাঁদের বিধাননগরে যেতে হত। এবার কলকাতাবাসীরা স্থানীয় স্তরে ওয়ার্ড অফিস ও বরো অফিস আবেদন করবে। সেজন্য তাদের সক্রিয় করে পরিষেবায় গতি আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংস্কারের অভাবে ভাসছে মহেশতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা মূলত কলকাতার উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণে ছড়িয়ে থাকা ২৩টি নিকাশি খালের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে তার কয়েকটিতে এখন নিয়মিত ভালোমতো জোয়ার-ভাটা খেলছে। দক্ষিণ কলকাতার আদিগঙ্গা, পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা খাল, টি পি ক্যানেল, বি বি ওয়ান এবং টু ক্যানেলে চলতি বর্ষায় ভালো জোয়ার-ভাটা রয়েছে। তবে সমস্যা আজও রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালা-ঠাকুরপুকুর এলাকার নিকাশি খালে। বেহালা-ঠাকুরপুকুর লাগোয়া চড়িয়াল খাল, বেহালার পশ্চিমের সীমান্ত ধরে বয়ে যাওয়া বেগোল খাল ও মণিখালি খালের মরা গাঙে কলকাতা পৌরসংস্থা আজও জোয়ার-ভাটা আনতে পারেনি। একটুআধটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে থাকছে। বাড়ির চতুর্দিক বর্ষার জলে ভেসে রয়েছে। নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিং অবশ্য দাবি করেছেন, 'চড়িয়াল খাল, মণিখাল ও বেগোর খাল সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে এইসব এলাকার জলছবিরও পরিবর্তন হবে।' এদিকে মহেশতলা পৌরসভার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৫০ শতাংশ পাড়া বর্ষায় বেগোর খালের জলে ভেসে থাকছে।

ডেঙ্গু রোধে পুজো কমিটিকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্মীয়মাণ দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল যাতে মশার আঁতুড়ঘর না হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করতে কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌরসংস্থা উদ্যোগী হয়েছে। ২৫ আগস্ট পৌরসংস্থার তরফে কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত দুর্গোৎসব পুজো উদ্যোক্তাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, নির্মীয়মাণ পুজো প্যান্ডেলে বাঁশের তৈরি কাঠামোসহ অন্যান্য জায়গায় ডেঙ্গুর মশার উৎস বিনাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করা হয়েছে। বাঁশের তৈরি কাঠামোসহ অন্যান্য জায়গায় সামান্যতম জমা বৃষ্টির জলেও জন্মাবে ডেঙ্গুর বাহকক এডিস ইজিপ্টাই কিংবা এডিস অ্যালবোপিকটাস। এর ফলে প্যান্ডেল সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে ডেঙ্গু। কাজেই সমস্যা সমাধানের জন্য বাঁশের ডগার কাটা অংশটি বালি দিয়ে বুজিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া নির্মীয়মাণ পুজো প্যান্ডেলের ভিতরে কিংবা বাইরে কোথাও গর্ত বা অন্য কোনও জায়গায় বৃষ্টির জল জমে থাকলে, তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাস্তার ধারে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাঁশের তৈরি কাঠামোর ভেতরেও মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে নজরদারি চালাতে হবে। নির্মীয়মাণ পুজো প্যান্ডেল গুলোতে কোথাও মশার উৎস তৈরি হয়েছে কিনা।

রাজ্যে এগোচ্ছে ধর্মীয় পর্যটন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজন করেছিল ট্যুরিজম কনক্লেভ , অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী'র নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছে এবং টেকসই পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে। গত বছরে রাজ্যে ৪২টি নতুন লাক্সারি হোটেল খোলা হয়েছে। শুধু গত বছরেই পর্যটন খাতে প্রায় ৫,৭১০ কোটি টাকার বেসরকারি বিনিয়োগ এসেছে। উৎসব পর্যটনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দুর্গাপুজো ৩০,০০০ কোটিরও বেশি টাকার উৎসব।

রাজ্য সর্ব বিষয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করে। পর্যটকদের স্মরণীয় ও ভোলার মতো নয় এমন অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার কাজ করছে।

রাজ্যের পর্যটন সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, রাজ্য সরকার ধর্মীয় পর্যটনকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং দীঘায় জগন্নাথ ধামে পর্যটকের ভিড় ব্যাপক বেড়েছে। হোমস্টে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে

কলকাতা পোর্টের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন জানান, কলকাতা পোর্ট খুব শিগগিরই বিশ্বমানের রিভার ক্রুজ টার্মিনাল প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে। নদী তীরবর্তী প্রকল্পগুলো পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। হাওড়া ব্রিজে ডায়নামিক লাইটিং প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে এবং মিলেনিয়াম পার্ক ৩ উন্নয়নের পরিকল্পনাও রয়েছে। স্মার্ট সিটি প্রকল্পে অবদান রাখতে পোর্ট এমন টার্মিনাল তৈরি করছে যা সরাসরি শহরের হোটেলের সঙ্গে যুক্ত হবে।

বণিক সভার সভাপতি অমিত সরাওগি স্বাগত ভাষণে জানান, ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ রেকর্ড ১৮.৫ কোটি পর্যটক (দেশি ও বিদেশি)কে স্বাগত জানিয়েছে, যা ২০২৩ সালের ১৪.৫ কোটি এবং ২০২২ সালের ৮.৪ কোটির তুলনায় অনেক বেশি। এই বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্যতম প্রধান পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করেছে। হোমস্টে-তেও পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে, যেখানে বর্তমানে ৫,৩২২টি চালু ইউনিট রয়েছে এবং আরও ৩,৭৫৫ প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায়। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বণিক সভার হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নরেশ কুমার আগরওয়াল তার ভাষণে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী'র শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা পশ্চিমবঙ্গকে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেমন ছৌ, সাঁওতাল ও হস্তশিল্প সংরক্ষণে সহায়তা করেছে।

ফেব্রুয়ারিতে চালু হবে জলশোধন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের সন্নিকটে নির্মীয়মাণ 'ফরতাবাদ জলশোধন প্রকল্প আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে চালু হবে। ইতিমধ্যেই খিদিরপুরের সন্নিকটে কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা নির্মিত হুগলি নদীর ভূতঘাট(ইনটেক জেটি) থেকে মাঝেরহাট ব্রিজের নীচ দিয়ে চেতলা বোট ক্যানাল বরাবর টলিনালার পাশ দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে হুগলি নদীর অপরিস্রুত জল ফরতাবাদে নিয়ে আসার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে দৈনিক ১০ মিলিয়ন জলশোধন করা হবে। দক্ষিণ কলকাতার নেহরু কলোনি(ওয়ার্ড নম্বর ৯৭), আদর্শ পল্লি ও প্রশান্ত সুর উদ্যান(ওয়ার্ড নম্বর ৯৮), বিদ্যাসাগর কলোনি ও লুনা বেকারি(ওয়ার্ড নম্বর ৯৯), গাঙ্গুলি বাগান ও জীবন রতন ধর স্মৃতি উদ্যান(ওয়ার্ড নম্বর ১০০), রবীন্দ্র শিশু উদ্যান ও নজরুল পার্ক(ওয়ার্ড নম্বর ১০১), চিত্তরঞ্জন পার্ক(ওয়ার্ড নম্বর ১০২), কাঠছা ভিআইপি(ওয়ার্ড নম্বর ১১০), সর্দার পাড়া(ওয়ার্ড নম্বর ১১১), পীরপুকুর(ওয়ার্ড নম্বর ১১২), সোনালী পার্ক ও সত্যজিৎ পার্কে(ওয়ার্ড নম্বর ১১৩) এই পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হবে। মোট ১৪টি জায়গায় ১৪টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। ২১ আগস্ট গড়িয়ার ফরতাবাদে নির্মীয়মাণ জলশোধন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠকে প্রকল্পের মানচিত্র নিয়ে কাজের অগ্রগতির বিশদ খবর বুঝে আর কী কী করতে হবে, তার নির্দেশ দেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'মূলত এই পাম্পিং স্টেশন থেকে যাদবপুর, বাঁশদ্রোণী ও টালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা পরিস্রত পানীয় জল পাবে। কলকাতা পৌরসংস্থা এই ১০ মিলিয়ন গ্যালন জলপ্রকল্প নির্মাণে ১১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। আগামী গ্রীষ্মে এইসব এলাকার মানুষদের আর ভূ-গর্ভের জল ব্যবহার করতে হবে না। ভূ-পৃষ্ঠের পরিস্রুত জল পাবে।

বার্তা

প্রতিযোগিতা : ২৭ আগস্ট সুজাতা দেবী সদনে অনুষ্ঠিত হল তৃতীয় বার্ষিক কাউন্সিল অফ অল স্কোয়াড অ্যাসোসিয়েশনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ১৬টি স্কাউটের বিভিন্ন পদাধিকারী। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতি খেলোয়ারদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। কৃতি মানুষদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভাবনাকে তুলে ধরা হয় মঞ্চে। নেতাজি গবেষক ড জয়ন্ত চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

জয় গনেশ : গহেরপুর প্রচেষ্টা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের চাপাতলায় সোসাইটির অফিসে ধুমধাম করে হয়ে গেল গনেশ পুজো। মূলত সামাজিক কিছু কাজকর্ম ও এলাকার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার অভিপ্রায় নিয়ে প্রচেষ্টা-র পথচলা শুরু হয়। ইতিমধ্যে এই সোসাইটির উদ্যোগে বিনামূল্যে একটি বৃদ্ধাশ্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সন্তরণ: মুর্শিদাবাদে বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৩১ আগস্ট। এবারের ৭৯ তম প্রতিযোগিতায় ৫৯ জন পুরুষ ও ২১ জন মহিলা অংশগ্রহণ করবেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার এক্সিকিউটিভ সদস্য জগন্নাথ চক্রবর্তী ও মহাসচিব অতুল সাহা। **ছবি : মলয় সুর**

কুইজ: চন্দ্রযান ৩ এর সাফল্যে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান ও মহাকাশ সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে, মহাকাশভিত্তিক আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতা "স্টেলার স্পেস কুইজ ২০২৫"-এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হল রাজারহাটের আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কে।

দুগ্গা মা এসেছে: এবার পরিচালনার আসনে যিশু সেনগুপ্ত। দুর্গাপুজোর প্রায় এক মাস বাকি, তার আগেই পুজোর গান নিয়ে আসছে যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের প্রযোজনা সংস্থা হোয়াই সো সিরিয়াস। ইন্দ্রদীপ দাসগুপ্তের সুরে অন্তরা মিত্রর কণ্ঠে শোনা যাবে দুগ্গা মা এসেছে, লিখেছেন প্রসূন। প্রধান মুখ হিসাবে রয়েছেন অভিনেত্রী দর্শণা বনিক।

কিশোর শ্রদ্ধাঞ্জলি সন্ধ্যা

মলয় সুর : ২৪ আগষ্ট সন্ধ্যায় অভীষ্ট গ্রুপ এবং রাজ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যৌথ উদ্যোগে চন্দননগর নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির প্রেক্ষাগৃহে কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালে জন্ম নেওয়ার পর আভাস কুমার গাঙ্গুলী পরবর্তীকালে কিশোর কুমার হয়ে ওঠেন। সংস্থার কর্ণধার তরুণ আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলেন, 'শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমার বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন। তিনি ২০৭৩টি গান রেকর্ড করেছিলেন। আর বাংলায় মাত্র ১৫৬টি গান গেয়েছিলেন। ৮ বার তিনি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়ে রেকর্ড করেছেন। তিনি একাধারে গায়ক, গীতিকার ,সুরকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য লেখক। একসঙ্গে এত গুণ থাকার জন্য বস্তুত ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আসেনি। এক কথায়

অলরাউন্ডার ছিলেন। তিনি নিজের বাঙালিআনায় গর্ববোধ করতেন।' অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সাগর দাস বলেন, 'চন্দননগরের বুকে এই প্রথম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের জনপ্রিয় সংগীতের মাধ্যমে জন্মদিন পালিত হয়।' প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ সদস্য শোভন মুখার্জি, চন্দননগর থানার অফিসার ইনচার্জ শুভেন্দু বন্দোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মেয়র পারিষদ সদস্য পার্থসারথি দত্ত, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তী, চৈতালি ঘোষ, সমাজসেবী অশোক গোস্বামী, সঙ্গীতশিল্পী অতনু লাহা প্রমুখরা। সাহিত্য পত্রিকার কর্ণধার মধুমিতা ধূত কিশোর কুমারের উপর সুন্দর আবৃত্তি পাঠ করেন যা প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শক তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। এদিন ইন্দ্রনীল মুখার্জি কথা বলা পুতুলের শো করেন। উল্লেখ্য খুদে ৭ বছরের যোগা চ্যাম্পিয়ন পিয়ালী দাস আগামী মাসে আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। তাকে এদিন একই মঞ্চে শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় সম্মানিত করা হয়।

ত্রয়ী কবির স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতা (ভবানীপুর)-র রশ্মিকলা কেন্দ্রের আয়োজনে ৪ আগষ্ট সন্ধ্যায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভা প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা হয়ে গেল। সূচনায় ছিল গীতিমাল্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমীর শিশু-শিল্পীদের গান। সোমাশ্রী ক্ষেত্রী, অরুন্ধতি চ্যাটার্জী, মিতা মণ্ডল, তপতী দাস ও অভিষেক দাস। অতুল প্রসাদের গানে ছিলেন সোনালী ব্যানার্জী, ও সপ্তসুর এবং গীতিমাল্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমীর শিল্পীবৃন্দ। নজরুলগীতি পরিবেশনে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিলেন সোমনাথ ব্যানার্জী, হিমাদ্রী মুখার্জী। এছাড়াও ছিলেন রিঙ্কু চক্রবর্তী, মৌসুমী দত্ত। ভালো লাগে চন্দ্রভার গান-ও। আবৃত্তি করেন সৌম্য ঘাঁটা ও সোমা তালুকদার। কবি সুকান্ত-র জন্মশতবর্ষ স্মরণে তাঁর দুটি রচনার অনবদ্য গীতিরূপ পরিবেশন করেন ডঃ পার্থজিৎ সেনগুপ্তও আবৃত্তি করেন ডঃ অমিত পোদ্দার।

এদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে চণ্ডালিকার নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে নৃত্যনাট্য ও কবির

প্রিয় বর্ষাঋতু উপর নির্মিত পূর্ণাঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে ২২ শ্রাবণ পালন করলেন রশ্মি কলা কেন্দ্রের শিল্পীরা। বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জাতপাতের বিভেদ মানতেন না, প্রাধান্য দিতেন সেবাকার্যকে। যেমন বৌদ্ধ ভিক্ষুক আনন্দ চণ্ডাল কন্যার হাতে জলপান করে তাকে নতুন জীবন দান করেন, তেমনই গ্রীষ্মের দাবদাহে ঝলসে যাওয়া প্রকৃতিকে বর্ষা তার সুধাবারি সিঞ্চনে নতুন জীবন দান করে, স্বস্তি পায় জীবকুল, ও বৃক্ষরাজি। 'নবজন্ম' গীতি-আলেখ্যটি এই ভাবনায় সংকলিত। ভাষ্য-রচনা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা করেন সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতে ছিলেন তন্ময় মুখোপাধ্যায়, দীপ কুমার নন্দী, ডঃ পার্থজিৎ সেনগুপ্ত ও

সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ পার্থজিৎ সেনগুপ্তের ভাবমন্দ্র কণ্ঠে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'অনেক কথা বলেছিলেম' শ্রোতাদের আবিষ্ট করেছিল। নৃত্য পর্বে ছিলেন আকাশ ও সৃজনের শিল্পীরা, পিঙ্কি বোস ও মৃগনয়নীর শিল্পীরা। ভাষ্যে ছিলেন ডঃ অমিত পোদ্দার, ব্রততী ভাদুড়ী, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও সুস্মিতা ঘোষ। সিন্থেসাইজারে ছিলেন অরণ্য চৌধুরী ও তালবাদ্যে বীরেশ্বর ভৌমিক। রাত ৯ টার সময়েও প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উপস্থিতিতে ছেদ পড়েনি। নিঃসন্দেহে এদিনের অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও সুচারুপরিচালনা করেন রশ্মি কলাকেন্দ্রের কর্ণধার সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গরত্ন অনন্য সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে 'পাশে আছি' নামক সামাজিক সংগঠনের অভিনব উদ্যোগে সম্প্রতি হুগলি জেলার গুড়াপের হাজিগড়ে অনুষ্ঠিত হয় তিনদিনব্যাপী বাংলার সবচেয়ে বড়ো স্বাধীনতার উৎসব 'বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫'। দ্বিতীয় দিন ১৫ আগস্টে 'বঙ্গরত্ন অনন্য সম্মানে সম্মানিত হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড. অন্তরা মিত্র ও তাঁর মা প্রবীণ সংগীতশিল্পী রুমঝুম মিত্র। এদিনের অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন গ্রামীণ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক থেকে বন দপ্তরের আধিকারিক, কনটেন্ট ক্রিয়েটার, চিত্রশিল্পী, প্রখ্যাত অভিনেত্রী পায়েল সরকার, অভিনেতা ময়ূখ অভিনেত্রী ও অনন্যা, বাচিক শিল্পী সর্বাণী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। 'পাশে আছি' সংগঠনের সম্পাদক ও কর্ণধার সাহিল মল্লিক সমাজের উন্নতির জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে যে অনন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

রবিবাসরের সুকান্ত স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : ২৪ আগস্ট সেনবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল রবিবাসরের শতবর্ষে সুকান্ত স্মরণ। স্বাগত ভাষণ দেন আহ্বায়িকা শেলী ভট্টাচার্য্য। বিদায়ী সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নতুন সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাসকে বরণ করে নিলেন তিনি। কবিতায়, কথায়, গানে, নাচের মাধ্যমে দিনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পল্লব মিত্র, অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, শেলী ভট্টাচার্য্য, জগদীন্দ্র মণ্ডল, মমতা রায়, মীনাক্ষী সিংহ, পারমিতা রায়,শিবাজী চৌধুরী, বিপ্রদাস ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা সেন, মনাঞ্জলি বন্দোপাধ্যায়, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, কৃতি দাস, প্রবীর কুমার দত্ত প্রমুখ। তপতী নাথের নাচের সঙ্গে রূপম চক্রবর্তী গাইলেন রানার গানটি। চমক ছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই নবান্নে কবিতায় নিজে সুরারোপ করে গাইলেন শঙ্কর ঘোষ। সভাপতি পার্থ ঘোষ তাঁর ভাষণে সমগ্র অনুষ্ঠানের সুন্দর বিশ্লেষণ করেন। সঞ্চালনায় করেন কৃষ্ণপদ দাস।

শহীদের বিদায় ব্যাথাকে চিরন্তন করে গেলেন চারণ কবি পীতাম্বর

প্রণব গুহ

পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য দেশে দেশে সংগঠিত হয়েছে বহু মুক্তি সংগ্রাম। কত শত সহস্র শহীদের রক্তে ভিজেছে দেশের মাটি। কিন্তু সম্ভবত একমাত্র ভারতের সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর বিয়োগ ব্যাথা কালজয়ী হয়ে রয়েছে এক হৃদয়বিদারক গানের মধ্যে দিয়ে। শুধু ক্ষুদিরাম নয়, বিশ্বের সকল শহীদের বিদায়কে যেন চিরন্তন করে দিয়ে গেলেন এ গানের রচয়িতা ও সুরকার বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস।

ক্ষুদিরাম বসু সম্পর্কে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, ক্ষুদিরামের সহজ প্রবৃত্তি ছিল প্রাণনাশের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে দুঃসাধ্য কাজ করবার। তাঁর স্বভাবে নেশার মতো অত্যন্ত প্রবল ছিল সৎসাহস। আর তাঁর ছিল অন্যায় অত্যাচারের তীব্র অনুভূতি। সেই অনুভূতির পরিণতি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে যুগান্তর দলে যোগদান। এর পিছনে তাঁর শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দীক্ষা আর শ্রীমদ্ভগবদগীতা অনুশীলন।

এরপর কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার সংকল্পের সেই দিন, ১৯০৮–এর ৩০ এপ্রিল। রাত সাড়ে ৮টায় বিহারের মুজাফফরপুরে ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে বোমা নিক্ষেপ। বরাত জোরে বেঁচে গেলেন কিংসফোর্ড। মারা গেলেন ২ ভারতীয় মহিলা। হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের বিচার শুরু হল ২১ মে ১৯০৮। যা আলিপুর বোমা মামলা নামে পরিচিত। বিচারক মি. কর্নডফ, লাথুনিপ্রসাদ ও জানকীপ্রসাদ শোনালেন ফাঁসির সাজা। রায় শোনার পরে ক্ষুদিরামের মুখে দেখা গেল তাচ্ছিল্লের হাসি। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ১১ আগস্ট ভোর ৬টায়। ফাঁসির মঞ্চে বিদায় নিলেন এক অজেয় বিপ্লবী। ১৯ বছরের ক্ষুদির জন্য বুক ভাসলো ভারতবাসীর। সেই হাহাকারকে আজও ধরে রেখেছেন যিনি সেই পীতাম্বর দাস ক্ষুদিরামের ফাঁসির উদ্দেশ্যে রচনা করেন 'এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি.....।'

পীতাম্বর দাস ছিলেন বাঁকুড়ার ওন্দায় জন্ম নেওয়া এক বাউল চারণ লোকশিল্পী। তিনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনার জন্য বিখ্যাত। শোনা যায় তিনি গোপালদাস ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করেন। সুকবি পীতাম্বর পিতৃরচিত রসকল্পরল্পীর অষ্টম কলি অবলম্বনে রাসমঞ্জরী গ্রন্থ রচনা করেন। 'শ্রীমন্নরহরিশাখা–নির্ণয়' নামে সংস্কৃত পুস্তিকাটিও নাকি তাঁর রচিত। আমরা ওন্দায় তাঁর গ্রামে গিয়েও কোনো স্মৃতি সূত্র সন্ধান আজ আর করতে পারিনি। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্যও জানা গেল না। তিনি মূলত বিপ্লবী ক্ষুধিরাম বসুকে উৎসর্গ ও সম্মাননা স্বরূপ 'এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তবে তিনি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেও গানটি স্বমহিমায় বেঁচে আছে আজও। এই গানটি ১৯৪৬ সালে প্রথম রেকর্ড করে কলম্বিয়া। পরে ১৯৬৬ সালে কিছু কথা পরিবর্তন করে অপরেশ লাহিড়ী লতাজীকে দিয়ে গানটি গাওয়ান সুভাষচন্দ্র ছবিতে ব্যবহারের জন্য। তবে তৎকালীন প্রচলিত সুরে গাওয়া মূল রেকর্ডর গানটি নিচের কিউআর কোডে দিলাম। আশা করি শুনলে অশ্রু সজল হবেই।

শেষ করার আগে আর একটা কথা বলে যাই, পীতাম্বরের গানে যে অভিরামের কথা আছে তাঁকে অনেকেই চেনেন না। যতটুকু জানা যায় তাতে বলা হয়েছে, ঠাকুর শ্রী অভিরাম পরমহংস একই সাথে একজন যোগী, একজন ভক্ত এবং একজন কবির পাশাপাশি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত ৪৪টিরও বেশি আধ্যাত্মিক বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাগবত, স্তুতি, স্তব, সংকীর্তন, গীতা, বলি, পূজাপদ্ধতি, ভজন সংকলন এবং শ্রীচৈতন্য টিকা।

পৌরসভা থেকে পঞ্চায়েত
ব্রিটিশ আমলের ক্যানিং কলঙ্কময়

সুভাষ চন্দ্র দাশ

ব্রিটিশ আমলের মাতলা নদীর তীরের ঐতিহ্যবাহী শহর ক্যানিং। যা আজও অজস্র ইতিহাসের স্মৃতির সাক্ষী বহন করে চলেছে। ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের নাম অনুসারে নাম হয় ক্যানিং। একটা সময় এই শহর ছিল তৎকালীন ব্রিটিশদের ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান। ক্যানিংয়ের মাতলা নদীকে ব্যবহার করে ব্যবসায়ীক উপাদান আমদানি ও রপ্তানি করা হত। এই ক্যানিং বন্দরে একসাথে প্রায় ১৪–১৫টি জাহাজ নোঙর করতো।

এই ক্যানিং শহরকে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের প্রথম বড়লাট লর্ড ডালহৌসি সাহেব। তাঁর প্রচেষ্টায় বৃহত্তম বদ্বীপ গহীণ অরণ্য সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে প্রথম তৈরি হয় পোর্ট ক্যানিং। তখন অবশ্য গঙ্গার নদীর নাব্যতা ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ায় পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যপথ অসুবিধা হয়।আর এই কারণে দক্ষিণের বৃহত্তম গভীর মাতলা নদীকেই বাণিজ্যপথ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

১৮৫৩ সালে প্রথম শুরু হয় মাতলা নদীর তীরে মাতলা গ্রামকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কাজ। প্রচুর কর্মী ও শিকারী আসেন। নদীর পশ্চিমে প্রায় ৮ কিলোমিটার নদী বাঁধ দিয়ে ঘেরা হয়। অতীতে এখানে একটা সময় প্রচুর বাঘের আনাগোনা ছিল। প্রতি বাঘ পিছু শিকারীদের পারিশ্রমিক ছিল ৫ টাকা। ১৮৫৬ সালে এই কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তৈরি হয় নতুন জেটি ঘাট, নদীবাঁধ, খাল, বাজারহাট। তখন বড় লাট হয়ে আসেন লর্ড ক্যানিং। তিনিই ১৮৫৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পোর্ট ক্যানিংয়ের সূচনা করেন।

ক্যানিং প্রথম একটি শহর যা পৌরসভা হওয়ার পর আবারও পঞ্চায়েতের অধীনে আসে। ১৮৬২ সালে ক্যানিং (পূর্ব নাম –পোর্ট ক্যানিং) পৌরসভা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। নাম হয় ক্যানিং মিউনিসিপালিটি।

১৮৬৩ সালে ক্যানিং পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে রেল চালু হয়। ওই বছরেই ক্যানিংয়ে প্রথম জাহাজ প্রবেশ করে কথা ছিল কিন্তু ক্যানিং নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে আরো ৭ মাইল পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ করা হবে। কিন্তু তৎকালীনয় ভাইসরয় লর্ড ক্যায়িংয়ের অনিচ্ছা ও উদাসীনতায় তা আর সম্ভব হয়নি। ১৫৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজও সেই স্বপ্ন অধরা রয়েই গেছে।

তৎকালীন মাতলা নদীর তীরে বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি হিসাবের সুবিধার্থে একটি দ্বিতল কক্ষ নির্মাণ করা হয়, যা অধুনা ক্যানিং সাহেবের বাংলো হিসাবে পরিচিত। তা বর্তমানে পরিত্যক্ত হিসাবে রয়েছে। ক্যানিং সাহেব এখানে ছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রচুর বিতর্কও রয়েছে। তবে লেডি ক্যানিং এখানে এসেছিলেন। নদী পরিবেষ্টিত নোনা আবহাওয়া ও গ্রাম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বেশ কিছু তৈল চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। ওনাকে খুশী করার জন্য তখন স্থানীয়রা দুধ চিনি ময়দা সহযোগে ওনাকে একপ্রকার মিষ্টি তৈরি করে খাইয়ে ছিলেন যা খেয়ে তিনি অত্যন্ত প্রীত হোন। ওনার নাম থেকেই সেই মিষ্টির নাম হয় লেডি ক্যানিং। যা পরবর্তীতে অপভ্রংশ হয়ে 'লেডিকেনি' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

এছাড়াও জানা যায় তৎকালীন এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ঝড়ে একসাথে প্রায় ১২ টি জাহাজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেঙে যায়। তারপর থেকেই

ধীরে ধীরে এই মাতলা গঞ্জ তার বাণিজ্যনগরী হিসাবে গুরুত্ব হারাতে থাকে। পরে মাতলা নদীর নাব্যতা ক্রমশ কমে যাওয়ায় এই পোর্ট ক্যানিং ধীরে ধীরে একপ্রকার বন্ধই হয়ে যায়। এক সময়ের বিখ্যাত ক্যানিং শহর বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে উন্নত হলেও পুরানো পৌরসভার স্বীকৃতি হারিয়ে আজও সেই কলঙ্কের কালিমায় কলঙ্কিত। তবে এখনও রয়ে গিয়েছে সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার হিসেবে।

লেখার সেই বিশাল পরিকল্পনাটি

সিদ্ধার্থ সিংহ

এত দিনের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে, একমাত্র ১৭৯৯ সালের ২০ মে ফ্রান্সের তুরে জন্মানো ফরাসি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক বালজাক ছাড়া আর কোনও লেখক আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আসেননি, যিনি সমগ্র দেশের বাস্তব জীবনযাত্রার ছবিটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে লেখনীতে ফুটিয়ে তোলার জন্য এতখানি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

পরে যেগুলোর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, প্রথমদিকে উল্টোপাল্টা ভাবে অশ্লীল সেই সব বাজারি কাটতি লেখা বেনামে লিখে, গদ্যে দক্ষতা আনার পরে ১৮৩৩ সালে বালজাক প্রথম সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর উপন্যাসে বাস্তব ছবিটাকে তুলে ধরার। এর মাত্র ৯ বছর পরেই, মানে ১৮৪২ সালে এই সিদ্ধান্তের ওপরেই একটা বিরাট প্রস্তাব পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তিনি।

নামকরণ–এর জন্য খুব বেশি সময় হাতে পাননি, ফলে দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুকরণ করেই তাঁর নিজস্ব নতুন ভাবনা চিন্তার উপন্যাস–পদ্ধতির নাম রাখেন হিউম্যান কমেডি সিরিজ। তবে এখানে তিনি দান্তের মতো দেবতা ও তাঁর অলৌকিকত্বকে না এনে, এনেছেন কেবল মানুষ এবং মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা এবং ঠকে যাওয়াকে। ঠিকভাবে বললে, বলতে হয় ১৮১৫ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতনের পর ফ্রান্সের জনগণের জীবনযাত্রার বাস্তবিক অ্যাখ্যানই তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর এই সব উপন্যাসে এবং নাটকে।

সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু সেই সিরিজ বিভক্ত হবে কটা সংখ্যায়? মানে কতগুলো বই তাঁকে লিখতে হবে? সাধারণত লেখকেরা তাঁদের সিরিজের যে আয়তন বা সংখ্যা একটু ভেবেচিন্তে ঠিক করে থাকেন, বালজাকের ক্ষেত্রে তা হল না। বাড়তে বাড়তে সেটা গিয়ে দাঁড়াল ১৩৮টি বইয়ে। অনেক আগেই ঘোষণা করা লেখার এই কোটা তিনি হয়তো শেষ করে যেতে পারতেন, কিন্তু পারলেন না, একমাত্র উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মতো বড়লোকি জীবন কাটাতে গিয়ে।

আচমকা হাতে কিছু টাকা পাবার জন্য উনি কি না করেছেন... বইয়ের দোকান থেকে প্রেস, এমনকী সার্ডিনিয়ার পরিত্যক্ত রুপোর খনির কথা শোনা মাত্র অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটে গিয়েছেন সেখানে। লোকজন লাগিয়ে চালিয়েছেন খোঁড়াখুঁড়ি। এ ছাড়াও টুকিটাকি ব্যবসা তো আছেই। এসব করতে গিয়ে যেমন তাঁর প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে, তেমনি সময় গেছে শুধু প্রেমের জন্য নয়, সন্ধে হলেই নিত্যনতুন নারীসঙ্গের জন্য।

ফলে শেষ পর্যন্ত সময়ের অভাবে তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক উপন্যাস লিখে যেতে পারেননি। তবুও বলবো, অমন পরিবেশ ও সর্বক্ষণ দোটানার মধ্যে থেকেও উনি যে ১০০টি হিউম্যান কমেডি সিরিজের উপন্যাস লিখে রেখে যেতে পেরেছেন, সঙ্গে কিছু নাটক, গল্প, প্রবন্ধও, সেটাই আমাদের কাছে অনেক। যদিও লেখার গুণে সেগুলোর বেশির ভাগই আর কমেডি থাকেনি, পরিণত হয়েছে ট্রাজেডিতে।

মাত্র ৫১ বছর বয়সে, ১৯৫০ সালের ১৮ অগস্ট ফ্রান্সের প্যারিসে শুধুমাত্র বালজাক নামেই যিনি পৃথিবীখ্যাত, সেই অনরে দ্য বালজাক মারা যাওয়ার পরে তাঁর মতো এ রকম বিশাল একটা সিরিজ লেখার পরিকল্পনা আর কোনও লেখক কোনও দিন কল্পনাও করেননি। আর কেউ কখনও করবেন বলেও মনে হয় না।

বোধিবৃক্ষের ঝরাপাতা

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেঁপে গাছ

৩২ শাখা যুক্ত তালগাছ রয়েছে বাসন্তীর ভরতগড়ের উত্তর গরাণবোস গ্রামে। এছাড়াও ৪ শাখা খেজুর গাছ ছিল ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজ সংলগ্ন ট্যাংরাখালি বাজার এলাকায়। রয়েছে ৩ শাখার নারিকেল গাছও। এবার ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের ডাবুতে দেখা গেল ২২ শাখা যুক্ত প্রায় ৩৫ ফুট দীর্ঘ উচ্চতার পেঁপে গাছ। যা কিনা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উচ্চতার

অধিকারী। জানা গিয়েছে ২০২১ সালে ব্রাজিলে হদিশ মিলেছিল ৪৭ ফুট ৮.৮৩ ইঞ্চি। যে টি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতম পেঁপে গাছ। পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় তথা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতম পেঁপে গাছটি তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে অবস্থিত। যার উচ্চতা ৪৭ ফুট। এবার হদিশ মিললো সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সম্ভবত তৃতীয় এবং দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম পেঁপে গাছ। যার উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট এবং ২২ টি শাখা রয়েছে। ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের ডাবু গ্রামে অবস্থিত। গাছটির বর্তমান মালিক মধুসূদন মাইতি। কি ভাবে এতো বড় পেঁপে গাছ তৈরি করা সম্ভব হল? এমন প্রশ্নের উত্তরে মধু বাবুর স্ত্রী শ্রাবন্তী মাইতি জানিয়েছেন,'চারাগাছ তৈরি করে রোপণ করা হয়েছিল। প্রচুর ফলন হয়। তাছাড়া অত্যন্ত মিষ্টি এবং সুস্বাদু। কোনরকম পরিচর্যা ছাড়াই পেঁপে গাছটি নিজের মতোই বড় হচ্ছে। অথচ বাগানে দ্বিতীয় আর একটি এমন পেঁপে গাছ হয়নি। এটি বিরল।' গ্রামেরই বাসিন্দা বছর ৮০ বছর বয়সের বিমল কুমার বসু জানিয়েছেন, 'গাছটি দীর্ঘ প্রায় ৭–৮ বছর দেখছি। লম্বা পেঁপে হয়। প্রচুর ফলন, মিষ্টি এবং সুস্বাদু। তাছাড়া আশ্চর্যের বিষয় পেঁপে গাছটিতে ২২ টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখাতে ফল হয়। এমন পেঁপে গাছ আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। '

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে'র গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তি অনুষ্ঠান হল ১৪ আগস্ট। এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তি উপলক্ষ্যে সংসদের সল্টলেকস্থিত সদর কার্যালয় 'বিদ্যাসাগর ভবনে এই দিন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক ড. ব্রাত্য বসু সংসদের একটি নিজস্ব চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিনহা"র নামাঙ্কিত স্টুডিও, ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডা.কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত একটি অডিটোরিয়াম ও সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার উদ্বোধন এবং প্রখ্যাত বহুভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দে"র নামাঙ্কিত 'বুক মার্ট নামে বইয়ের বিপণি"র দ্বারোদঘাটন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এদিন সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৭৫ সালের ৩ এপ্রিল এই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পথচলা শুরু হয়। সংসদের কাজ কী? উত্তর : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নেওয়া এবং তার সম্পর্কিত পাঠক্রমের ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটানো। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন, তবে নিউটাউনের আকাঙ্ক্ষা মোড়ের নিকটে সরকারি আনুকূল্যে পাওয়া জমিতে একটি জি+ফোর বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। তবে বিগত কয়েক বছরে সংসদের কার্য প্রণালী প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। ডিজিটাইজেশন বা অনলাইন দিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম ২০২২ সাল থেকে একাদশ শ্রেণির সমগ্র রেজিস্ট্রেশন অনলাইন সিস্টেমে শুরু হয়। বর্তমানে রেজাল্ট ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু 'এ টু 'জেট এখন অনলাইন সিস্টেমে হয়। বর্তমানে ২০২৪ – ২৫ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ৫০ বছর মানে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তি অনুষ্ঠান। তিনি আরও জানান, গত দু"বছর ধরে পরীক্ষা চলাকালীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা সমূলে নির্মূল করতে পেরেছে পর্ষদ ও সংসদ। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতিদের অভিবাদন অভিনন্দন জানাই।

এদিনের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাশের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, সংসদ সচিব অধ্যাপক ড. প্রিয়দর্শিনী মল্লিকসহ

১৯৭৫ সালে এই সংসদের পথচলা শুরু হয় মধ্য কলকাতার হো চি মিন সরণির একটি ছোট্ট অফিস ঘর থেকে। পরে ১৯৭৮ সালে এটি স্থানান্তরিত হয় কৈলাশ বোস স্ট্রিটের অপেক্ষাকৃত একটি বড়ো অফিস ঘরে। তারপরে ১৯৮৫ – ৮৬ সালে এটি আবার স্থানান্তরিত হয়ে আসে এই সল্টলেকের বিকাশ ভবনের দ্বিতীয় তলে অপেক্ষাকৃত আরও বড়ো দু'টি ঘরে(বর্তমানে এটি কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়)। পরে ওখানে ধীরেধীরে ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারও পরে ১৯৯২ সালে এই নিজস্ব কেন্দ্রীয় 'বিদ্যাসাগর ভবনে স্থায়ী রূপে সংসদ স্থানান্তরিত হয়। রাজ্যের বিবিধ স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকা অধ্যাপকঅধ্যাপিকা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে সংসদ এবার একাদশ – দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী নিয়ে যে 'প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতা করে, তার এদিন পুরস্কৃত করা হয়। তাদের মধ্যে প্রথমস্থানাধিকারী হলেন বেহালার বৈদ্যবাটি এস.এন.রায় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রূপসা চৌধুরী, দ্বিতীয় হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটিকারী ক্ষিরোদাময়ী হাই স্কুলের ছাত্রী সঞ্চিতা পাল ও তৃতীয় স্থান লাভ করে হুগলি জেলার উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ছাত্র শুভ দাস।

আজও উপেক্ষিত কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়

অসীম কুমার মিত্র

কাব্যে উপেক্ষিত নায়ক–নায়িকার মত, কাব্যের স্রষ্টারাও অনেক সময় জনমানসে উপেক্ষার অন্তরালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। তাঁদের রচনায় মহাকাব্যিক চেতনার স্বাক্ষর থাকলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে, তাদের ভাগ্যে জোটে বিস্মৃতি ও অবহেলা। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় তাঁদের খোঁজ মিললেও, মানুষের চিন্তা ও মননে তাঁদের কোন ছায়াপাত চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিশাল পটভূমিকায় সবচেয়ে মননশীল ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন কবি হয়েও শিবায়ণের কবি কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় আজ প্রায় বিস্মৃত অতীতের ধূসর ছায়ামাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে অপরিচিত না হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ অপরিচিত নাম।

শিবায়নের রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত নাই। তবে তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের নানাবিধ উপাদান থেকে অনুমান করা হয় যে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়। পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়ের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত পিতা কৃষ্ণরায়ের উন্নত নীতিবোধ আর মাতা রাধারানীর কুসুম কোমল হৃদয়ের সার্থক সমাবেশ ঘটেছিল রামকৃষ্ণের মধ্যে। 'শিবায়ন' কবির যৌবনকালের সৃষ্টি। যৌবনের রচনা হলেও শিবায়নের মধ্যে আদিমরসের উদ্দাম নৃত্যের বদলে শ্যামশ্রী বাংলার শিশিরধৌত শেফালীর সৌরভ, ধূল–দীপ–ক্রন্দনের শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা।

রামকৃষ্ণ রায় যখন শিবায়ন কাব্য রচনা করেন, তখন মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা ঐশ্বর্যযুগে প্রবেশ করে। তখন পর্যন্ত চৈতন্যদেবের ব্যাক্তিত্বের প্রভাব সমাজের উপর থেকে একেবারে দূর হয়ে যায়নি। তাঁর ফলেই সমাজের নৈতিক দৃঢ়তা তখনও পর্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। তাই বলা যায় রামকৃষ্ণের শিবায়ন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগে রচিত হয়।

তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের রচনা একটি বিচ্ছিন্ন কীর্তি। এই কাব্য যেমন পূর্ববর্তী কোন ধারা অনুসরণ করেনি, তেমনি পরবর্তী কোন ধারার দিক নির্দেশ করতে পারেনি। তার কারণ সমাজগত রুচি ও রসবোধের পরিবর্তে ব্যাক্তিগত রুচি ও রসবোধকেই কবি রামকৃষ্ণ তাঁর কাব্যরচনার ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় মহাপন্ডিত। তিনি লৌকিক কাহিনির বদলে পুরাণ সাহিত্যকেই শিবায়ন রচনার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ২৬টি পালায় বিভক্ত তাঁর সুবৃহৎ কাব্যের প্রত্যেক পালার বিষয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন কাশীখন্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শান্তিপর্ব, বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি থেকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে

শিব হলেন
চরণ সুশীতল
অরুন শতদল
ভকত পিয়ে মকরন্দ।।
আর পার্বতী
জগৎ জননী উমা
সন্ধ্যা সরস্বতী রমা
স্বাহা স্বধা সতী অংশ কলা।

পরবর্তীকালে বাংলার শিব বিষয়ক

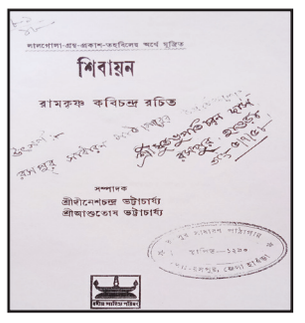

মঙ্গলকাব্যগুলির প্রায় সর্বত্র পুরাণের অমিততেজ্য সর্বত্যাগী শিব হয়ে পড়েছেন গঞ্জিকাসেবী, পরশ্রীলোলুপ ভোলানাথ, সমুদ্রমন্থনজাত গরল ধারণ করে যিনি হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। যাঁর তৃতীয় নেত্রের অনলপ্রবাহে মদন হয়েছিলেন ভস্মীভূত, সেই ত্রিপুরারী শংকর বাংলার লৌকিক কাহিনীতে তাঁর দেব মহিমা হারিয়ে হয়েছেন কৃষাণ শিব। আর শিবজায়া পার্বতী হয়েছেন দরিদ্রের সংসারে অলস ও অপদার্থ স্বামী আর পুত্র কন্যাদের চিন্তায় বিব্রত এক দরিদ্রা পল্লীরমণী।।

কিন্তু কবিচন্দ্রের শিবায়ন কাব্যে কোন গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতার লেশমাত্র নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের সুপরিচ্ছন্ন ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ ভাষার ও রচনাশৈলীর প্রথম ও সার্থক অগ্রদূত হলেন কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ। বাংলা কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁর অবদানের কথা পণ্ডিতজনেরাও স্বীকার করেন।

আতশ কাচে

ফিফার চিঠি

সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে ই-মেলে কড়া নির্দেশ দিয়েছে ফিফা। তারা বৈদ্যুতিন মাধ্যম মারফত জানিয়েছেন আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের থেকে এআইএফএফের সংবিধান সংক্রান্ত রায় এনে সংস্থার সাধারণ সভার মাধ্যমে সেই সংবিধান প্রণয়ন করার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সেই সংবিধান অবশ্যই ফিফা ও এএফসি-র নিয়ম মেনে বানাতে হবে। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে এআইএফএফ এই কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে ২০২২ সালের পর পুনরায় ফিফার নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমে আসতে পারে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ওপর।

দাবা বিশ্বকাপ

আসন্ন ফিডে দাবা বিশ্বকাপ ২০২৫ গোয়াতে অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট। ৯০ টি দেশের মোট ২০৬ জন গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করছেন। প্রতিযোগিতা ৮ রাউন্ডের নক আউট ফরম্যাটে হবে। শীর্ষ ৫০ জন দাবাড়ু দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে তাদের অভিযান শুরু করবেন। প্রতিটি ম্যাচে দুটি ক্লাসিক্যাল গেমস হবে, এরপর র‍্যাপিড ও ব্লিজ হবে। এরপর প্রয়োজন হলে টাইব্রেকার হবে।

ভবানীপুর আই লিগ

বাংলার ভবানীপুর ক্লাব ২০২৫-২৬ আই লিগ ৩ ফুটবল লিগে অংশ নেবে। প্রতিটি রাজ্য সংস্থাগুলি থেকে পাঠানো ক্লাবগুলির মধ্যে থেকে বিভিন্ন শর্তাবলী যাচাই করে ২০টি ক্লাবকে চূড়ান্ত করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। গতবারের মতো এবারও বাংলা থেকে খেলতে সুযোগ পেয়েছে ভবানীপুর এফসি। একমাত্র গুজরাত থেকে দুটি ক্লাবকে এই প্রতিযোগিতায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ক্লাব দুটি হল গান্ধীনগর এফসি ও আহমেদাবাদ র‍্যাকেট অ্যাকাডেমি এফসি।

ভারতের লক্ষ্য

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া বলেছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে আসার লক্ষ্য নিয়েছে। আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত ক্রীড়াক্ষেত্রে যথাযথ সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। আগামী ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে আসার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন বলে তিনি জানান।

ছাড়পত্র

ভারতের অনিমেষ কুজুর দেশের প্রথম স্প্রিন্টার হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করেছেন। চেন্নাইয়ে আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকসে ২০০ মিটার দৌড় শেষ করতে অনিমেষ সোনা জিতেছেন। জাপানের টোকিওয় আগামী মাসে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে।

অবসর

ভারতীয় ক্রিকেটার চেতস্বর পূজারা অবসর গ্রহণ করেছেন। ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে তার পরিচিতি ছিল ক্রিকেট দুনিয়ায়। সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি ক্রিকেটকে বিদায় জানান। এরসাথে তিনি বিসিসিআই, সৌরাষ্ট্রে ক্রিকেট সংস্থা, তার দলের সহকারী প্লেয়ার, কোচ , সাপোর্টস্টাফ দের ধন্যবাদ জানান। ভারতের হয়ে ১০৩ টি টেস্টম্যাচে ৪৩.৬ রানের গড় নিয়ে মোট ৭১৯৫ রান করেছেন পূজারা।

ডুরান্ড জয়

টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জিতে নিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিপক্ষ কলকাতার নবাগত দল ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে ৬ গোল দিয়ে খেতাব জিতে নিল তারা। একটির বেশি গোল শোধ করতে পারেনি ডায়মন্ড-বাহিনী। এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টে নির্ধারিত সময়ে এত বড় (৬-১) ব্যবধানে কেউ ফাইনালে জেতেনি।

প্রত্যাবর্তনেই সোনা জয় চানুর

রেকর্ড গড়েই কমনওয়েলথে সেরার শিরোপা

সুমনা মণ্ডল: দীর্ঘদিন পর ভারোত্তোলনের মঞ্চে ফিরলেন মীরাবাই চানু। প্রত্যাবর্তনেই জিতলেন সোনা। আবারও যেন অলিম্পিকে পদকের আশা জাগিয়ে তুললেন। সোমবার কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন অলিম্পিক পদকজয়ী ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু। প্রাক্তন এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্ন্যাচে ৮৪ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১০৯ কেজি (মোট ১৯৩ কেজি) ওজন তুলে পোডিয়ামের শীর্ষে উঠে আসেন। তিনটি বিভাগেই নতুন কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়েছেন। চোটের জন্য দীর্ঘদিন বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রুপো জিতেছিলেন তিনি। এরপর অবশ্য ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয় তাঁর। এরপর আর কোনও প্রতিযোগিতাতেই মণিপুরের ৩১ বছরের এই ভারোত্তোলককে দেখা যায়নি। এবার ফিরলেন সোনা জিতেই। মেয়েদের ৪৮ কেজি বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন মীরাবাই। ২০১৮ সালের পর প্রথমবার তিনি এই ওজন বিভাগে নামলেন। এই বিভাগেই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ও দুটি কমনওয়েলথ গেমস খেতাব জিতেছেন মীরাবাই।

২০১৮ সালের পরে এই প্রথম এই বিভাগে অংশ নিলেন। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী ৪৯ কেজি বিভাগ থাকবে না, থাকবে ৪৮ কেজি বিভাগ। তাই ওজন কমিয়ে তাঁর পুরনো ক্যাটেগরিতে (৪৮ কেজি) ফিরেছেন মীরাবাই চানু। তিনি জানান, এই প্রতিযোগিতা তাঁর মূল লক্ষ্য নয়, বরং তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও এশিয়ান গেমসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চানু বলেন, 'আমার লক্ষ্য এশিয়ান গেমসে পদক জয় এবং বিশ্ব রেকর্ড ভাঙা, কারণ এখনও এশিয়ান গেমসে আমার কোনও পদক নেই।' মীরাবাইয়ের সঙ্গে সোনার তালিকায় নাম লেখান ভারতের দুই উদীয়মান প্রতিভা। মহিলা ৪৪-৪৮ কেজি বিভাগে পৃতীসমিতা ভোঁই ৬৩ কেজি স্ন্যাচ এবং ৮৭ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জার্কসহ মোট ১৫০ কেজি উত্তোলন করে সোনা জয় করেন। একইভাবে, পুরুষদের ৫৬-৬০ কেজি বিভাগে ধরমজ্যোতি দেওঘরিয়া ৯৭ কেজি স্ন্যাচ এবং ১২৭ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জার্কসহ মোট ২২৪ কেজি উত্তোলন করে ভারতের হয়ে সোনা অর্জন করেন।

এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা আসানসোলের অভিনবের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব মঞ্চে ফের একবার দেশ তথা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করল আসানসোলের শুটার অভিনব সাউ। সম্প্রতি কাজাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়া ১৬ তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় করেছে ১৭ বছরের অভিনব। ব্যক্তিগত জুনিয়র ইভেন্টে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছে সে। এছাড়াও দলগত ইভেন্টেও একটি সোনা জিতেছে অভিনব। অভিনবের সোনা জয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমানে এয়ার রাইফেল শুটিং দলের সঙ্গে কাজাকিস্তানেই রয়েছে অভিনব। আসানসোলের এডিডিএ কলোনির বাসিন্দা অভিনব সাউ। আসানসোল সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সে। ২০০৮ সালে যে বছর অভিনব বিন্দ্রা অলিম্পিকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে সোনা জয় করেছিলেন, সেই বছরই অভিনবের জন্ম। বাবা রূপেশ সাউ পেশায় গৃহশিক্ষক। মা প্রিয়াঙ্কা সাউ গৃহবধূ। অভিনবের ঠাকুরদা রামচন্দ্র প্রসাদ সাউ চেয়েছিলেন ছেলে রূপেশ শুটার হোক। কিন্তু, সেইসময় নানা প্রতিকূলতায় তা হয়ে ওঠেনি। তাই অভিনবের জন্মের পর গোটা পরিবার তাকে ঘিরেই সেই স্বপ্ন দেখা শুরু করে। এমনকি অভিনব বিন্দ্রার

নামে ছেলের নামকরণ করেন রূপেশ এবং তাঁর বাবা। নামকরণের মর্যাদা রেখেছে অভিনব। পরপর ন্যাশানাল ও ইন্টারন্যাশানাল গেমসে শুটিংয়ে সোনা জয় করে আসছে সে। এবার এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়। ব্যক্তিগত ইভেন্টে জুনিয়র লেভেলে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছে অভিনব সাউ। দলগত ইভেন্টেও সোনা জিতেছে সে। অভিনবের বাবা রূপেশ সাউ বলেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে আজ। তবে লড়াইটা এত সহজ ছিল না। শুটিং প্রচণ্ড ব্যয় সাপেক্ষ খেলা আপনারা জানেন। অভিনবের দাদু রামচন্দ্র প্রসাদ সাউ সবচেয়ে আনন্দিত হবেন এই খবরে। উনি না-থাকলে অভিনব এতটা এগোতে পারত না। কঠোর পরিশ্রম করেছে অভিনব। তাই ফল পাচ্ছে'। অভিনবের কথায়, 'খুব আনন্দ হচ্ছে। আগামীদিনে অলিম্পিকে লড়াই করে সোনা জেতাই প্রধান লক্ষ্য।' আসানসোল সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের ছাত্র ছিল অভিনব সাউ। এবছরই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সে। সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছাত্রকে। তিনি বলেন, 'আমরা গর্বিত। আমাদের ছাত্র বারবার আমাদের গর্বিত করেছে। ও আরও এগিয়ে যাক, এটাই আমরা চাইব। স্কুল সবসময় অভিনবের সঙ্গে আছে।' ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার ঢল বলেন, 'আসানসোল রাইফেল ক্লাব থেকেই অভিনবের যাত্রা শুরু। আজ যখন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সোনা জেতে আমরা খুবই গর্বিত হই। আগামীর জন্য যে ক্ষুদে শুটাররা তৈরি হচ্ছে, তাদের কাছে অভিনব অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। ও অলিম্পিকে যাক, এটাই আমরা সবাই চাইছি। ও এইরকম একাগ্র চিত্তে প্র্যাকটিস করে গেলে সারাবিশ্বে একদিন শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে।'

ভারত-পাকিস্তানের খেলা নিয়ে বিবৃতি ক্রীড়ামন্ত্রকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত পাকিস্তান সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে খেলায়। দুই দলের মধ্যে কখনও কেউ খেলতে রাজি নয় তো আবার কখনও দেখা যায় চরম বিতর্ক। ভারত সরকার বরাবরই পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর নীতি মেনে এসেছে। এবার ভারত সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রক স্পষ্ট করে দিল, ভারতীয় দল পাকিস্তানে যাবে না, তেমনই পাকিস্তানি দলকেও ভারত সফরের অনুমতি দেওয়া হবে না। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসর সংক্রান্ত নীতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা নিয়ে অবস্থান তুলে ধরা হয়। বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়, 'পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত খেলাধুলোর ইভেন্টের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সেই দেশটির সঙ্গে ভারতের সামগ্রিক নীতিরই প্রতিফলন। যেখানে একে অন্যের দেশে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয় রয়েছে, সেখানে ভারতীয় দলগুলো পাকিস্তানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না। একইভাবে পাকিস্তানি দলগুলোকেও ভারতে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না।' উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে ২০১৩ সালের পর আর দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি। বিতর্কটা বেশি মাথাচাড়া দেয় ক্রিকেটে। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) টুর্নামেন্টেই বারবার বিতর্ক দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য ক্রীড়ামন্ত্রক খেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।ফলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অংশ নেবে ভারত। বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক আসরের ক্ষেত্রে, তা ভারতে হোক বা বিদেশে, আমরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর প্রচলিত প্রথা এবং আমাদের নিজেদের ক্রীড়াবিদদের স্বার্থেই পরিচালিত হই। একই সঙ্গে এটা প্রাসঙ্গিক যে ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসর আয়োজনের একটা বিশ্বাসযোগ্য ভেন্যু হিসেবে পরিচিত। সেইমতো পাকিস্তানি দল বা খেলোয়াড়ের অংশ নেওয়া আন্তর্জাতিক আসরে, ভারতীয় দল ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে খেলোয়াড়রাও অংশ নেবেন। একইভাবে, ভারতে আয়োজিত বহুজাতিক ক্রীড়া আসরে পাকিস্তানি খেলোয়াড় ও দলগুলো অংশ নিতে পারবে।' ফলে, আসন্ন এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের আর কোনও সমস্যা রইল না। ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস আয়োজনে ভারতের যে আগ্রহ, সেটি মাথায় রেখেই এই নীতিগত অবস্থান নেওয়া হয়েছে বলে পরোক্ষ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রক।

ভারতীয় ক্রিকেট স্পনসরহীন!

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশঙ্কাই সত্যি হল। ভারত ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসরের থেকে সরে গেল অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম ড্রিম ইলেভেন। ফলে এশিয়া কাপের আগেই স্পনসরহীন হল ভারতীয় ক্রিকেট দল। সময় কম থাকার কারণে এখন তৎপরতার সাথে নতুন স্পনসরের খোঁজে নতুন দরপত্র আহ্বান করবে বিসিসিআই। এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। কারণ, দু'সপ্তাহে পুরো চুক্তি সম্পূর্ণ করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে দ্য প্রোমোশনাল অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল ২০২৫। এরপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্মতি দিয়ে দেওয়ায় এখন তা আইনে পরিণত হওয়া সময়ের অপেক্ষা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজ মাধ্যমে লেখেন, 'লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল এই বিল। যা ভারতবর্ষকে গেমিংয়ের আঁতুড়ঘর, উদ্ভাবনী শক্তির দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই বিল ই-স্পোর্টস এবং অনলাইন সোশ্যাল গেমসকে আরও উৎসাহিত করবে। একইসঙ্গে সমাজকে টাকার বিনিময়ে খেলার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করবে।' বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং যেহেতু বিলটি এখন আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে। ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে চুক্তি এখানেই শেষ।' বোর্ডের আরও এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মাঝপথে চুক্তি ভাঙায় 'ড্রিম ইলেভেন'-কে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ, বোর্ডের সঙ্গে যখন তাদের চুক্তি হয়েছিল, তখন সেখানে লেখা ছিল, যদি সরকারের কোনো নীতির কারণে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তারা চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। চুক্তির এই শর্তই কাজে লাগাচ্ছে 'ড্রিম ইলেভেন।' জনপ্রিয় অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মটি ২০২৩ সালে ৩৫৮ কোটি টাকাতে তিন বছরের জন্য ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি স্পনসর হয়েছিল। ড্রিম ইলেভেনের আগে ভারত জাতীয় দলের স্পনসর ছিল বাইজুস। ভারতের বহুজাতিক এডুকেশনাল টেকনোলজি কোম্পানিটি ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত স্পনসর ছিল। তার আগে ২০১৭ থেকে দুই বছর ভারতের জার্সি স্পনসর ছিল চিনা মোবাইল কোম্পানি অপো। তারও আগে ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতের স্পনসর ছিল স্টার ইন্ডিয়া।

দেশকে জোড়া সোনা এনে দিল দুই বঙ্গ সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারোত্তোলনে কমনওয়েলথ ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে একই দিনে দেশকে জোড়া সোনা এনে দিল দুই বঙ্গ সন্তান। মেয়েদের ৫৩ কেজি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়ল বাংলার মেয়ে কোয়েল বর। ছেলেদের ৬৫ কেজি বিভাগে সোনা জিতল অনিক মোদী। মোট ১৯২ কেজি ওজন তুলে যুব ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড করে কোয়েল। সেই সঙ্গে জিতে নেয় সোনাও। যুব ভারোত্তোলনে ৫৩ কেজি বিভাগে আগের বিশ্বরেকর্ড ছিল ১৮৮ কেজি। কোয়েল সহজেই তা ভেঙে দেয়। ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে ১০৭ কেজি ওজন তোলে কোয়েল। এই বিভাগে বিশ্বরেকর্ড ছিল ১০৫ কেজি। স্ন্যাচে ৮৫ কেজি ওজন তুলে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করে কোয়েল। হাওড়ায় মুরগির মাংস বিক্রেতার মেয়ে কোয়েল ইউথ ছাড়াও জুনিয়র বিভাগেও সোনা জেতে। রেকর্ডের হ্যাট্রিক, জোড়া সোনা। তার পরেও নির্বিকার কোয়েল বলে, 'বিশ্বরেকর্ড করাই আমার লক্ষ্য ছিল। অনুশীলনের সময়ে ১০৭-১০৮ কেজি ওজন আমি নিয়মিত তুলেছি। ফলে, বিশ্বরেকর্ডের কাছাকাছি ছিলামই। রেকর্ড হতই। আমি ১০৯ কেজি তুলতে পারতাম। কিন্তু অল্পের জন্য পারলাম না।' এদিকে ছেলেদের ইয়ুথ ৬৫ কেজি বিভাগে অনবদ্য নজির গড়েছে অনিক মোদীও। দুই বিভাগ মিলিয়ে ২৩৮ কেজি ভারোত্তোলন করে সোনা জিতেছে সেও। এ বছর গুজরাটে ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে।

ওয়েট লিফটিংয়ে নতুন পদে বিওএ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন পদে আসীন হলেন বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। ইন্ডিয়ান ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনে প্রথমবার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি। অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবেই তিনি নির্বাচিত হন এই পদে। এর আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকলেও, এবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কঠিন ছিল তা মানেন চন্দন রায়চৌধুরী। অতীতে প্রতিটা রাজ্য থেকেই একজন করে প্রতিনিধি সুযোগ পেতেন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনে। সেখানে নতুন স্পোর্টস কোটায় আসন সংখ্যা কমে ১২ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে আবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৪ আসন। ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অন্যরকমের। সেখানেই নতুন পদ পেয়ে খুশি চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি আহমেদাবাদে রয়েছেন কমনওয়েলথ ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখান থেকেই জানান, বাংলার দু'বার 'খেলো ইন্ডিয়া' হয়ে গিয়েছে। এবার ২৬ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বসবে জোনালের আসর। এই পদে থেকে বাংলাকে আরও ওয়েটলিফটিংয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই প্রথম লক্ষ্য। তাঁর আশা, আরও অনেক ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতার আসর বসবে বাংলায়। এছাড়াও চন্দন রায়চৌধুরী সিআরসির সচিব পদ সামলে রোয়িংকে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছেন।

ক্রিকেটে নতুন ভূমিকায় সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কখনও ক্রিকেটের ভূমিকায়, কখনও ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায়, কখনও প্রশাসকের ভূমিকায়, কখনও ক্রিকেটের মেন্টরের ভূমিকায় বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। এবার দেখা যাবে প্রধান কোচের ভূমিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ২০ লিগের দল 'প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস'-এর হেড কোচের পদে দেখা যাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

এইমুহূর্তে কোনও ভূমিকাতেই ছিলেন না তিনি। সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, সিএবি আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদে ফের মনোনয়ন জমা দেবেন। তার আগেই বড় সুখবর পেয়ে গেলেন। এত দিন এই দলের কোচিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার জোনাথন ট্রট। কিন্তু তাঁর অধীনে আশানুরূপ সাফল্য পায়নি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। চলতি বছরের ২৬ ডিসেম্বর থেকে প্রধান কোচের ভূমিকায় যাত্রা শুরু করবেন। তবে তার আগেই সব ঠিক থাকলে বসতে পারেন সিএবি সভাপতি পদে। এর আগে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজির মেন্টর বা ডিরেক্টর হিসেবে দেখা গিয়েছে সৌরভকে। ২০১৮-১৯ ও ২০২৩-২৪ আইপিএল মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের টিম ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে জেএসডব্লু স্পোর্টস গ্রুপের ডিরেক্টর এবং ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দিল্লি ক্যাপিটালসের মহিলা দলের সঙ্গে যুক্ত তিনি। তবে কোচের ভূমিকায় এই প্রথম। রবিবার প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এক পোস্টে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বাগত জানিয়ে লেখা হয়েছে, 'ক্যাপিটালস শিবিরে রাজকীয় নৈপুণ্য যোগ করতে চলেছেন রাজপুত্র। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করছি।' দক্ষিণ আফ্রিকার লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের মালিকও এই জেএসডব্লিউ স্পোর্টস, সঙ্গী জিএমআর গ্রুপ। তাদের চুক্তি অনুযায়ী প্রতি দুবছরে ম্যানেজমেন্ট হস্তান্তর হয়। এবার যেমন আইপিএলে পুরুষদের দলের দায়িত্বে এসেছে জিএমআর গ্রুপ। আবার জেএসডব্লু গ্রুপ এই দায়িত্বে আসবে ২০২৭ সালে। ততদিনে তারা মহিলাদের দল ও দক্ষিণ আফ্রিকার দলের দায়িত্ব সামলাবে।

বিদেশের মাটিতে মশাল জ্বালালেন লাল হলুদের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেই যেন এক গল্প। লাল হলুদের সিনিয়র পুরুষ দল যতই ব্যর্থতায় মুখ ঢাকুক না কেন, মশাল জ্বালাতে বদ্ধপরিকর যেন মেয়েরা। বিশ্ব মঞ্চেই এবার দাপানো শুরু লাল হলুদের মেয়েদের। সোমবার কম্বোডিয়ার নম পেনে ন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যাত্রা জয় দিয়ে শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। প্রাথমিক পর্বের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ নমপেন ক্রাউনকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিল লাল হলুদের মেয়েরা। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ফাজিলা। এবারে মহিলা দল দারুণভাবেই সাজিয়েছে ম্যানেজমেন্ট এএফসির কথা মাথায়

রেখেই। দলে নিয়েছিলেন উগান্ডার ফাজিলা ইকুয়াপুতকে। গত মরশুমে গোকুলাম কেরালার আপফ্রন্টে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ফাজিলা। তিনিই মশাল জ্বাললেন প্রথম ম্যাচে। প্রথমার্ধ অবশ্য গোলশূন্য ছিল। মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের অভিষেকে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলটি আসে দ্বিতীয়ার্ধে।

এদিন অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বুঝে শুনেই খেলতে সঙ্গীতা বাসফোর, শিল্কি দেবী, সুলঞ্জনা রাউলরা। ৪২ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের ফাজিলা গোল করলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। ফলে গোলশূন্য অবস্থাতেই বিরতিতে যায় লাল হলুদ। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল গোল পায় ৭০ মিনিটে। নমপেন ক্রাউনের রক্ষণভাগ ভেঙে গোল করেন উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলা ইকওয়াপুট। ৭৮ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বিপক্ষের অধিনায়ক কিম ছানথেট। এরপর মরিয়া চেষ্টা করলেও আর সমতা ফেরাতে পারেনি নমপেন ক্রাউন। ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে তাদের গোলকিপার চিয়া ফারিয়া, গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সেই ফাজিলাকেই ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন। এরপর রেফারি খেলা শেষের বাঁশি দিলে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে লাল হলুদের মেয়েরা। ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলার ছাড়পত্র পায় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। শুরু থেকেই বিদেশের মাটিতে আশার আলো জ্বাললেন তারা। ৩১ অগাস্ট একই ভেন্যুতে অপর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ হংকংয়ের কিচি এফসি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com